নুরনীহার।

(চিত্তরঞ্জন গীতি-নাট্য)

ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত।

"আমারই" ও "রংদার" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীকেদারনাথ দাস কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ সরস্বতী কর্ত্তৃক

সুরলয়ে গঠিত।

কলিকাতা, ১৬২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

উপহার।

মাননীয় বরিশাল ভূম্যধিকারী—

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী

মহোদয়েষু।

প্রিয় সুহৃদ!

সংসারে আমার এমন কিছুই নাই যদ্দ্বারা আপনার ভালবাসার কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি, তাই সাদরে আমার আদরের "নুরনীহারকে" আপনার করে অর্পণ করিলাম। ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।

২৩এ শ্রাবণ ১৩১০,
কলিকাতা।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীকেদারনাথ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মৈমুন	... ...	জিনি।
বাদশা	... ...	মিসরাধিপতি।
সমসুদ্দিন	... ...	ঐ উজির।
বেদুরউদ্দিন	... ...	সমসুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
রোহিম বক্স	... ...	ঐ বন্ধু।
জেলাল খাঁ	... ...	বাদসার মোসাহেব।
মোরক খাঁ	... ...	ঐ পুত্র।
আবদুল	... ...	দামাস্কাসের হোটেলওয়ালা।
আজিজ	... ...	বেদরউদ্দিনের পুত্র।

গোলামগণ, বালসোরার উজির, রক্ষকগণ, মোসাহেবগণ, রাজ-কর্ম্মচারীগণ, সওদাগর, মশালধারী ভৃত্যগণ, বাদ্যকরগণ, নাগরিকগণ, বালকগণ, প্রহরিগণ, ফকিরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ফিরোজা	... ...	পরী।
সেরিণী	... ...	উজির-পত্নী।
নুরনীহার	... ...	ঐ কন্যা।
দুনিয়াজাদী	... ...	নুরনীহারের সখী।
সহিরুন	... ...	বেদরউদ্দিনের মাতা।

সখিগণ, নর্ত্তকীগণ, উদাসিনী রমণীগণ, দাসী, হুরিগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—শূন্য-পথ।

হুরিগণ।

(গীত)

প্রদোষ সমীরে তটিনীর তীরে,
ফিরি মোরা কত রঙ্গে।
চাঁদিমা কিরণ করিয়ে হরণ,
বিলাসে মাখিলো অঙ্গে॥
দামিনীর সনে ঘন আবরণে,
চকিতে ভ্রমিলো বিপুল ভুবনে,
নীরসে সরস অবশেরে বশ, করিলো মোরা ভ্রূভঙ্গে॥
এ যামিনীযোগে প্রেম অনুরাগে,
হাসিব খেলিব মিলাব সোহাগে,
প্রণয়েরি রাগে রঞ্জিত সুরাগে,
প্রেমিক প্রেমিকা সঙ্গে॥

নুরনীহার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মিসরদেশস্থ উজীরের উদ্যান।

(সমসুদ্দিন ও সেরিণীর প্রবেশ।)

সেরিণী। দেখ আমি তোমায় স্পষ্ট কথা বলি, তুমি উজিরই হও আর যাই হও, তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই।

সম। দেখ সেরিণী বিবি! কথাটা ভাল কোরে শুনিয়ে বোঝ, আমি আহাম্মকের মতন কোন একটা কাজ করি না, একটু মন দিয়ে শোন তারপর যা বলতে হয় বলো।

সেরিণী। আচ্ছা বল বল আমিও শুনছি, কিন্তু মনে রেখ যে, আমি নিজে একটী মনের মতন বর এনে নুরনীহারের বিয়ে দেব, তখন তুমি মাথামুড় খুঁড়লেও আর আমার মত ফেরাতে পারবে না।

সম। আচ্ছা বেশ! আমার কথাগুলি যদি অসঙ্গত হয়, তখন তোমার যা খুসি হয় কোর। আগে শোন—আমরা দুই সহোদর, আমার নাম সমসুদ্দিন মহম্মদ, আমার কনিষ্ঠের নাম নুরুদ্দিন আলি। পিতার মৃত্যুর পর বাদশা অনুগ্রহ করে আমাদের দুজনকেই উজীরের পদে নিযুক্ত করেন। এ সব কথা তুমি জাননা, তখন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই।

সেরিণী। এ সব কথা জানবার জন্যে তো আর আমি তোমার খোসামোদ করিনি? কাজের কথাটা কি তাই আমায় খুলে বল, আমি তাই শুনতে চাই।

সম। কথাটা বলবার আগেই যদি তুমি এ রকম আগুনখাকী হও—তাহোলে তো আর আমার কিছুই বলা হয় না।

সেরিণী। হ্যাঁগো তাতো বলবেই, আমি তোমার কে যে তুমি আমার কথা শুনবে।

সম। আহা হা আমি কি তাই বলছি। যাক্—তারপর শোন! আমাদের ওপর হুকুম ছিল বাদশা যখন শিকার করতে যাবেন, আমাদের একজনকে সঙ্গে যেতে হবে; সেবারে আমাকে বাদশা নিয়ে যেতে চাইলেন; যেদিন শিকারে যাব, সেইদিন আমরা দুই ভায়ে একত্রে ভোজন করলেম। প্রথমে আমিই নুরুদ্দিনকে বল্লেম যে, আমরা দুই ভাইয়ে একদিনে বিবাহ করবো। তারপর যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় একদিনে আমাদের পুত্র কন্যা জন্মে, তবে নুরুদ্দিনের ছেলের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিব। বিবাহসূত্রে যা কিছু খরচ পত্র হবে তা সমস্তই নুরুদ্দিনকে দিতে হবে। তাই শুনে নুরুদ্দিন বল্লে, "আমরা দুজনে এক মাতার গর্ভজাত, বিশেষতঃ পুত্রের মান অধিক, অতএব আমার সমস্ত সম্পত্তি তার পুত্রকে দান করতে হবে", এ কথা সে পরিহাস করে বলেছিল মাত্র। কিন্তু আমি অকস্মাৎ রেগে উঠে তাকে প্রতিশোধ দিতে চাইলাম; আমার সেই অসদ্ব্যবহারে ভাই আমার নিরুদ্দেশ হয়েছে।

সেরিণী। তবেই তো সব দুঃখ মকায় গেছে। আমি ওঁর কাছে নুরনীহারের সাদীর কথা বলতে এলুম ওঁর ভাইয়ের শোক উথলে উঠলো। মিন্সে খেপেছে আমি বুঝিছি।

সম। না সেরিণী আমি পাগল হইনি, সে প্রতিজ্ঞা আমার মনে আছে, ভাইয়ের আমার সমস্ত কথাগুলি বুকের ভেতর গাঁথা আছে, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধানে আছি, তারই সঙ্গে নুরনীহারের বিবাহ দিব।

সেরিণী। এর চেয়ে বেশী খেপলে তোমায় গারদে নিয়ে যাবে! বুড় মিন্সে একটু আক্কেল নেইগা! এই শেটের কোলে নুরনীহার আমার সতেরয় পড়েছে, তার কতদিন আগে ওঁর ভাই বিবাগী হয়েছে, বেঁচে আছে কি অক্কা পেয়েছে তাই বা কে জানে! উনি তার আশায় বসে আছেন।

সম। সেরিণী আমি তার সন্ধান পেয়েছি, এতদিন গেছে আর একটা বছর দেখ, তারপর তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।

(গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। উজির সাব্ সাহানসা সুল্‌তান আপ্‌কো তলব দিয়া।

সম। বহুত আচ্ছা। সেরিণী আমি বাদশার কাছে চল্লেম।

[গোলাম ও উজিরের প্রস্থান।

সেরিণী। আচ্ছা যাও—ভিতরে ভিতরে আমিও যোগাড় করছি, তোমার চোখে ধূলো দিয়ে এমন কাজ সারব যে, তখন তুমি হাঁ হয়ে পড়বে।

(নুরনীহার ও সখিগণের প্রবেশ)

কেন মা নুরনীহার তোমার মুখখানি এমন শুষ্ক কেন! কি হয়েছে মা?

নুর। না মা আমার তো কিছু হয়নি।

সেরিণী। সন্ধ্যা হ'ল বেশীক্ষণ বাগানে থেকনা মা, অন্দরে এস।

[সেরিণীর প্রস্থান।

সখিগণ।— (গীত)

এক পাশে ঐ রাঙ্গা রবি, আর এক পাশে চাঁদ।
মনের দুঃখে কাঁদে কমল কুমুদিনীর বাড়ে সাধ॥
মলয় মারুত সোহাগ ভরে,
কলিফুলে আদর করে,
পাখীর গানে পরাণ ভরে উপ্‌চে পড়ে মনের বাঁধ।
প্রাণ যারে চায় পাইনা তারে,
বিধি সাধে সাধে বাদ॥

নুর। আজ আর ঘরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না; তুনিয়া, সাকি, ভাই আমরা আজ সকলে এই বাগানে থাকব, কি বলিস? আহা কেমন ঠাণ্ডা বাতাস! কেমন ফুলের সুবাস, না ভাই?

তুনিয়া। হ্যাঁ ভাই! যা বলেছ, কিন্তু আমি যে হেথা থাকতে পারব না ভাই!

নুর। কেন লো তোর আবার কি হ'ল?

তুনিয়া। হ্যাঁ সই কি যেন হলো!

নুর। দুর নেকি।

তুনিয়া। না সই সত্যি বলছি, আমার বুকের ভেতর গুর্‌ গুর্‌ করছে, কাণের ভিতর কি যেন ফুর্‌ ফুর্‌ করছে, পেটের ভিতর হুড়্‌ হুড়্‌ করছে, আর চার দিক থেকে সবাই যেন আমায় দুর্‌ দুর্‌ করে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

নুর। তোর ব্যামো হয়েছে!

হুনিয়া। ব্যামো নয় সই বিরহ।

নুর। ওহো তাই, আচ্ছা আয় আমি তোকে দাওয়াই দেব।

হুনিয়া। কে গো—তুমি! নুরনীহার থামুন, উজিরজাদী সেলাম? আগে নিজের দাওয়াই যোগাড় কর, তারপর আমাকে দিও।

নুর। ওলো আমাকে তেমন কাঁচা মেয়ে পাসনি।

(গীত)

আমি যারে তারে দেবনা লো মন।
ছার পুরুষে প্রাণ সঁপে সই,
ক্ষার করা সার এ জীবন॥
ক'জন জানে রাখতে নারীর মান,
ব্যথার ব্যথী হয়লো ক'জন দিয়ে আপন প্রাণ,
যে প্রাণ বোঝে সে প্রাণ নেবে,
তায় দেব প্রাণ করে যতন॥

সখিগণ।— (গীত)

দেখবলো তোর গুমোর ক'দিন রয়।
মনচোরা তোর মনের মাঝে,
দেখব কথা কয়বা না কয়॥
দেখব তখন হাসতে গিয়ে ফেলবি চোখের জল,
দেখব তখন কইতে কথা চোখ করে ছল ছল,

তখন বিরল ভালবাসবি ধনি,
বুঝবি প্রাণে কত সয় ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বালসোরা নুরুদ্দিনের বাটীর কক্ষ।

(বেদরউদ্দিন ও রহিম।)

রহিম। দেখ বেদর! তুমি আর শোক কোর না। এ ত্বনিয়ায় সব দিন কেউ বাঁচেনা, খোদার পায়ে তোমার বাবার তলব হোল, তিনি চলে গেলেন, তা বলে কি তুমি কাজ কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে খালি কেঁদে কেটে দিন কাটাবে?

বেদর। না রহিম আমি আর শোক করবো না। তবে—আমার মনে একটা বড় ধোঁকা লেগেছে, তাই আমি দিন রাত ভাবি।

রহিম। কি হয়েছে বল, আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ রকম মনে মনে গুমরে থাকলে সব দিক মাটি হবে। তোমার এখন চারি দিকে শত্রু, বিশেষ বাদশা তোমার উপর ভারি চটেছেন।

বেদর। তা সব জানি। কিন্তু কি করবো ভাই, বাবাকে কবর দিয়ে এসে আমার মেজাজ ভারি বিগড়ে গিছলো, তাই এত দিন বাদশার সঙ্গে দেখা করিনি।

রহিম। সুযোগ পেয়ে বুড় উজীর বেটা তোমার নামে

নানান খানা লাগিয়েছে, বাদশার মেজাজটি একেবারে তাতিয়ে আগুন করে তুলেছে। তোমার বাবা নুরুদ্দীনের সঙ্গে এই বুড় বেটার আদৌ বনিবনাও ছিল না, তাত তুমি জান।

বেদর। বাদশা যদি আমার উপর বেজার হয়ে থাকেন, না হয় এ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাব। রহিম এখানে আমার কে আছে ভাই। শুনেছি এ দেশে আমার বাবার জন্মস্থান নয়, কোথায় কোন্ দেশে আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আছে, তা'দের দেখবার জন্য আমার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এ দেশে আর কা'র মুখ চেয়ে থাকব ভাই, মায়ের হাত ধরে বিবাগী হয়ে চলে যাব।

রহিম। থাক সে পরের কথা পরে হবে, এখন তোমার মনে কি ধোঁকা বলছিলে বল দেখি শুনি।

বেদর। বলছিলাম বাবা মরবার সময়, একখানি খাতা আমায় দিয়ে গেছেন, সেখানি সর্ব্বদা আমার কাছে রাখতে হুকুম দিয়াছেন কিন্তু বিনা আবশ্যকে দেখতে নিষেধ করে গেছেন।

রহিম। কৈ সে খাতা?

বেদর। আমার পাগড়ির মধ্যে আছে—এই দেখ।

রহিম। এখানিতে কি আছে তা কিছু বলেছিলেন?

বেদর। এখানিতে আমার জন্ম আর আমার বংশের বিবরণ আছে।

রহিম। তা এর জন্যে আর ভাবনা কি, এ তোমার কাছেই থাক। যখন দরকার হবে তখন দেখবে।

বেদর। আমার বংশ আর জন্ম-কাহিনীর ভিতর কি গূঢ় রহস্য আছে—তা সর্ব্বদাই আমার জানতে ইচ্ছা হয়।

(গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। হুজুর মুস্কিল! ভারি মুস্কিল! এইবার আপনার গর্দ্দান যাবে।

রহিম। আরে বেকুব অমন হাঁস ফাঁস কচ্চিস কেন? গর্দ্দান যাবে—কি বলছিস?

গোলাম। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! ছোট উজিরের গর্দ্দান নেবার হুকুম হয়েছে।

রহিম। আরে আহাম্মক কি বলিস! কে তোরে বল্লে?

গোলাম। বড় উজির লোক জন নিয়ে আসছে; এই সব বাড়ী ঘর ভেঙ্গে মাঠ করে দেবে, আর ছোট উজিরের মাথা কেটে জাঁহাপনাকে নজর দেবে।

বেদর। রহিম কি হবে ভাই?

রহিম। আর কি হবে! তোমার নিজের দোষেই নিজের বিপদ ঘটালে, গোলাম দৌড়ে যা তারা কত দূরে আসে দেখ।

গোলাম। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

বেদর। এখন কি করি রহিম। আস্তে আস্তে সরে পড়ি কি বল।

রহিম। তা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই, তুমি এই ধার দিয়ে শিগ্‌গির পালাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কোর না।

নেপথ্যে। এই ধারে—এই ঘরে—পাক্‌ড়াও—পিছমোড়া করে বাঁধ।

বেদর। রহিম বাঁচাও ভাই, এই বার দেখছি প্রাণে মলুম।

রহিম। বেদর পালাও—পালাও—আর কোন দিকে চেওনা।

বেদর। আমার মায়ের দশা কি হবে?

রহিম। সেজন্যে ভেবনা আমি তাঁকে দেখব, তাঁর ভার আমার উপর রইল।

বেদর। হা আল্লা কি করলে।

[প্রস্থান।

(উজির ও রক্ষকগণের প্রবেশ)

রক্ষক। কৈ কোথা কোন্ দিকে।

উজির। এইখানেই আছে যাবে কোথায়, দেখ বেটা কোথায় লুকিয়েছে। (রহিমকে দেখিয়া) কি রহিমবক্স, তুমি যে হেথা? কাঁপছ কেন?

রহিম। কে উজির সাহেব! আপনি এসেছেন? মেঁহের-বানী করে আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন।

উজির। কেন তোমার কি হয়েছে?

রহিম। আর কি হয়েছে, বাদশার হুকুম তামিল করতে আমিই তো আগে এসেছিলুম, এসেই সর্ব্বনাশ।

উজির। সর্ব্বনাশ কি?

রহিম। যেমন আমি বেদরউদ্দিনকে পাখড়েছি—অমনি প্রকাণ্ড এক জিনি কোথা থেকে এসে, আমায় এক ধাক্কা মেরে বেদরকে নিয়ে উধাও হোয়ে উড়ে গেল।

রক্ষক। ও বাবারে জিনি—

রহিম। মস্ত জিনি! বড় বড় দুখানা পাখনা—এক ঝট্কায় আমার দফা রফা করে দিয়েছে।

উজির। বল কি রহিম, এখানে জিনি আছে নাকি ?

রহিম। আর দেখ কি, ঐ আর একটা !

সকলে। ইয়া আল্লা, জান্ গিয়া জান্ গিয়া।

[রহিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রহিম। যাক এতক্ষণে বেদর অনেক দূর গিয়েছে; এই বার দেখি বেদরের মা কোথায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ-পথ।

(রাজপুরুষগণ।)

(গীত)

লোহিত কিরণ ঢালিয়ে তপন লুকাল।
সোণার বরণে তরুশির ভাল শোভিল॥
মৃদুল সমীর বহে ধীরি ধীরি,
সুবাসে মাতায় নগরী আমরি,
নয়ন রঞ্জন মন বিমোহন শোভা হেরে মন ভুলিল॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মিসরদেশের বাদশার বিলাস কক্ষ।

(বাদশা, জেলাল খাঁ, মোসাহেবগণ ও নর্ত্তকীগণ।)

নর্ত্তকীগণ।— (গীত)

দিল্ পেয়ারা বিন্ মেরে দেল্ রোতে রাতি দিন।
আজব মৎহো যাও সেহেলি মঙ্কল দেখো সঙ্গিন॥
ইস্‌মে কই কর খেয়াল,
দেও মেরি জান না কর নেহাল,
শুমৃত্তা দুনিয়া বাউরা হোকর সোহি মেরি খামিন॥

মোসাহেবগণ। বহুৎ আচ্ছা—কেয়া রংদার গান—কেয়া ঢংদার নাচ।

বাদশা। জেলাল—

জেলাল। জনাব?

বাদশা। আজ এ সব নাচ গান কিছুই ভাল লাগছে না।

জেলাল। হুজুর যদি হুকুম হয়, দামাস্কাস থেকে নূতন বাইজী এসেছে তাকে তলব করি।

বাদশা। না সে আজ থাক।

জেলাল। বোগ্দাদের গোলাব খাঁ তোফা এসরাজী, হুজুরের মজলিসে মোজরো করবার জন্যে আজ পনের দিন এ সহরে এসেছে, যদি মরজি হয় তাকে হাজির করি।

বাদশা। না—এস্রাজে আজ মন উঠবে না।

জেলাল। কেরোদেশের তালুকদার আপনার সেবার জন্য যে সুন্দরী বাঁদিটাকে পাঠিয়ে দেছে, তার মহলে গেলে হুজুরের মন ঠাণ্ডা হতে পারে।

বাদশা। না হে জেলাল তুমি বুঝতে পারনি।

জেলাল। আজ্ঞে না জনাব আমি বুঝতে পারিনি।

বাদশা। তবে শুনবে ?

জেলাল। যদি হুজুরের মেহেরবানী হয়।

বাদশা। দেখ জেলাল !

জেলাল। খোদাবন্দ।

বাদশা। আজ অপরাহ্ণে যখন হারেমের ছাদে পাইচারী করছিলেম, সেই সময়ে উজিরের উদ্যানে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কামিনীকে দেখেছি।

জেলাল। জনাব উজিরজাদী নুরনীহারকে দেখেছেন।

বাদশা। উজিরজাদী নুরনীহার ! কেয়াখাপ্ সুরত।

জেলাল। খাগিন ! নুরনীহার তোফা আউরৎ।

বাদশা। জেলাল ! নুরনীহারকে আমি বেগম করবো।

জেলাল। খোদা কি কেরামৎ। সমসুদ্দীনের নসীব খুলে গেল।

বাদশা। উজিরকে তলব কর।

জেলাল। হুজুর উজিরকে অনেকক্ষণ তলব করা হয়েছে।

বাদশা। তবে গান চালাও।

মোসাহেবগণ। গান চালাও, গান চালাও।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

ভরপুর পিয়ালা পিলেও মেরি জান্।

ফর্ত্তি বেহতর মশ্‌গুল হোগা, সব কই হোগা সমান॥

গুলাবকি খোশবু সোনেকি রং,
লালি আঁখি দেখো মজে কি ঢং,
রৌসেন কা রাত কর দেল্ কি বাহার,
মিঞা ছোড় গুমান ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(সমসুদ্দিনের প্রবেশ)

বাদশা। উজির নুরনীহার তোমার কন্যা ?

সম। খোদার মেহেরবানীতে আমার ঐ একমাত্র কন্যা জনাব।

জেলাল। উজির সাহেব, খোদাকে সেলাম দাও, তোমার মেয়ে বাদশার নজরে পড়েছে।

বাদশা। সত্য উজির! নুরনীহারের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আমি তাকে বিবাহ করে বড় বেগম করতে চাই, তাতে তোমার মত কি ?

জেলাল। হুজুর এ সুখের কথায় কি উজির সাহেবের অমত হতে পারে, ঐ দেখুন ফূর্ত্তিতে মিঞা সাহেবের মুখের রং বদ্‌লে গেছে।

বাদশা। তাহ'লে এখনি যাও, নুরনীহারকে আমার রংমহলে পাঠিয়ে দাও।

সম। জনাব! আপনিই এ গরিবের মালেক, যদি হুকুম হয় হুজুরের কাছে এক আরজ প্রকাশ করি।

বাদশা। আচ্ছা বল।

সম। খামিন! আমার কনিষ্ঠ সহোদর নুরুদ্দীনের কাছে

বাকদত্ত আছি, আমরা উভয়ে কন্যা পুত্র বিনিময় করে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'ব।

বাদশা। নুরুদ্দীন অনেক দিন দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

জেলাল। হুজুর এত দিন সে অক্কা পেয়েছে।

১ম মো। আমি শুনেছি সে মক্কায় গিয়ে ফকিরী নিয়েছে।

সম। খোদাবন্দ! গরীবের কথায় খেয়াল করুন, সম্প্রতি আমি সম্বাদ পেয়েছি, ভাই আমার বালসোরাতে রাজমন্ত্রী হয়েছিল, সেখানে সাদি করেছিল, দুঃখের বিষয় ভাই আমার জীবিত নাই, তার একটী পুত্র আছে তার নাম বেদরউদ্দিন হুসেন।

বাদশা। ঝুটবাৎ! এ কথা কি বিশ্বাস হয়!

জেলাল। হুজুর আমারও তাই আন্দাজ হয়, নুরুদ্দীনকে বিশ বৎসর এ দেশের লোক দেখেনি।

সম। হুজুর আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি, নুরুদ্দীন মরেছে, বালসোরা রাজ্যে তার পুত্র বেদরউদ্দিন জীবিত আছে। বান্দার উপর মেহেরবানী করুন, আমার ভ্রাতৃ স্নেহের পুরস্কার স্বরূপ নুরুদ্দীনের পুত্রকে কন্যা দানে অনুমতি করুন, এ রাজ্যে অনেক সুন্দরী কামিনী আছে, আপনি অনায়াসে মনের মতন সুন্দরী গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

বাদশা। ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাইনি, যাও এখনি নুরনীহারকে নিয়ে এস।

সম। হুজুর বেয়াদবের গোস্তাকি মাপ হয়, আমায় প্রতিজ্ঞা পালন করতে দিন, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

বাদশা। উজির সাবধান, আমার আজ্ঞা অবহেলা করলে উচিত মত দণ্ড পাবে।

সম। খামিন! খোদাবন্দ! দিন দুনিয়ার মালিক! দয়া করুন—এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের উপর মেহেরবানী করুন, আমায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপ হতে উদ্ধার করুন।

বাদশা। বটেরে নফর, এত বড় স্পর্দ্ধা! তবে দেখ পাজি তোর কি দুর্দ্দশা করি। জেলাল খাঁ!

জেলাল। হুজুর।

বাদশা। নগর মধ্যে অন্বেষণ কর, অতি কদাকার কুৎসিৎ, কুব্জ, অন্ধ বা বিকলাঙ্গ যাকে সম্মুখে পাবে, তারি সঙ্গে উজির-জাদী নুরনীহারের সাদি দাও, আর ওর সমস্ত মালামাল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে রাজকোষভুক্ত কর। তারপর এই বেআক্কেলকে সপরিবারে বাজারে বাজারে দেখিয়ে অবশেষে রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করে দাও, সকলে দেখুক রাজ আজ্ঞা অমান্য করলে তার কি দুর্দ্দশা হয়। যাও এখনি আমার হুকুম তামিল কর।

[প্রস্থান।

জেলাল। আর কি ভাবছ সমসুদ্দিন মিঞা, আল্লার নাম নিয়ে ঘরে যাও, তারপর তোমার কবরের যোগাড় করছি।

[প্রস্থান।

মোসাহেবগণ। মিঞাসাহেব কথা রাখলে না বাবা এইবার মজাটা দেখ।

[প্রস্থান।

সম। খোদা তোমার বিচারে এই হাল আমার হোল! নুরুদ্দীন ভাই এবদবখতকে মার্জ্জনা কর। তোমার পুত্রকে কন্যা দান করে সুখী হ'ব মনে করেছিলেম, বাদশার অবিচারে আমার মনের আশা মনেই বিলীন হোল। হা আলমিন্! তোমার

রাজ্যে এই অবিচার; প্রভু অসহায়ের সহায়—এ দুর্ব্বল নাচারকে রক্ষা কর দয়াময়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বালসোরা রাজপথ—নগর প্রান্ত।

উদাসিনী রমণীগণ।

(গীত)

সমঝ্‌লে দুনিয়াদার।
হাল্ মালুম্ কর্ হো যাও খবরদার॥
আব্‌তক্ যো হায় কাল না মিলে,
ইয়াদ না হো যায় তব্বি বুলে,
লেড়কা বালা লেকর সব্বি হো যায় গুণ্‌হাগার॥

[প্রস্থান।

(বেদরউদ্দিনের প্রবেশ)

বেদর। সাবাস বাবা, জমা খরচ হিসেব নিকেশ এক কথায় সব শোধ, আমির থেকে একেবারে ফকির। এক পয়সা সম্বল নেই, মাথা রাখবার জায়গা নেই, ধরা পড়লেই মাথাটী কাটা যাবে। বনে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে তো তিনদিন কাটালুম, এখন যাই কোথা, না খেয়েই বা ক'দিন বাঁচব। লোক দেখলেই গা শিউরে ওঠে, যদি কেউ চিন্তে পারে তখনি ধরে নিয়ে যাবে; ও

বাবা ঐ যে কে এই দিকে আসে, আমায় কি চিন্তে পেয়েছে! তাইতো কি করি!

(জনৈক সওদাগরের প্রবেশ)

সওদা। সেলাম মিঞা সাহেব, আপনি এখানে? আমি আপনার বাড়ীতে খুঁজতে গেছলুম।

বেদর। আমাকে—কেন? কে বাবা তুমি? আমি তো তোমায় কস্মিনকালেও চিনিনি।

সওদা। আজ্ঞা হ্যাঁ না চিনবারই কথা, আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ হয়নি।

বেদর। তবে আর ঝামেলা কর কেন বাবা, আস্তে আস্তে সরে পড় না। আমি একটু নিরিবিলি হই।

সওদা। কেন মশাই মনটা কি কিছু খারাপ আছে? আপনার বাপ খুব ভাল লোক ছিলেন, মস্ত সওদাগর আমার পরম বন্ধু।

বেদর। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন, তা মশায় তিনি তো এখন কবরে। আমার সঙ্গে আর বেশী ঘনিষ্ঠতা কেন, সিদে পথে আপনিও সহরে যান, আমিও বাবার কবরে গিয়ে একটু কেঁদে বাঁচি!

সওদা। আপনার পিতা রস্তম খাঁ—

বেদর। হ্যাঁগো—আমি তাঁরই ছেলে, কেন বাপু রাস্তার মাঝখানে গোলমাল কর, আপনার কাজে যাওনা।

সওদা। আহা পিতৃবিয়োগে আপনার মেজাজ বড়ই খারাপ হয়ে গেছে।

বেদর। ভাল আপদ—এ বেটা ঘ্যানঘেনে কোত্থেকে মরতে এলগা, বেটা আমাকে রস্তমের ছেলে বানালে!

সওদা। আপনার নাম করিমবক্স ?

বেদর। হুঁ—এ বেটাকে মামদোয় পেয়েছে।

সওদা। আমি ঠিক ঠাউরেছি, রস্তম খাঁর মুখে আর আপনার মুখে এক চুল তফাৎ নেই।

বেদর। তা বেশ করেছ ; এখন তুমি বকর বকর কর আমি চল্লুম।

সওদা। মশায় শুনুন শুনুন আমার কথা আছে।

বেদর। ভাল আপদে পড়লুম, বলে ফেলনা বাপু শিগ্‌গির শিগ্‌গির।

সওদা। আপনার বাড়ীর লোক বল্লে আপনি গোরস্থানে এসেছেন তাই খুঁজে খুঁজে এসে ধরেছি।

বেদর। তা বেশ করেছ ? এখন কথাটা কি ?

সওদা। আপনি একটু ঠাণ্ডা হয়ে শুনুন।

বেদর। আমি বেশ ঠাণ্ডা আছি কি বলবে বলনা।

সওদা। আপনার পিতার তিনখানি সওদাগরী জাহাজ আসছে।

বেদর। বলে যাও বলে যাও।

সওদা। সেই তিনখানি জাহাজের মাল আমি খরিদ করবো।

বেদর। তারপর ?

সওদা। এই হাজার টাকা বায়না নিন।

বেদর। বল কি, তুমি যে আমায় অবাক্ করলে !

সওদা। আজ্ঞে আপনার ঠকা হবেনা ভয় নেই, বন্দরে জাহাজ পৌছলেই হিসেব করে আপনার সব টাকা চুকিয়ে দেব।

বেদর। সত্যি নাকি ?

সওদা। সে কি মশায়, আমরা ব্যবসাদার লোক মিথ্যে বল্লে কি আমাদের কাজ চলে, এই নিন হাজার৲ টাকার এক তোড়া মোহর, এই রসিদ খানা সই করে দিন।

বেদর। তাইতো এ বেটা যে সত্যি সত্যি মোহরের তোড়া দিলে!

সওদা। এইখানটায় আপনার নাম লিখুন!

বেদর। কি লিখব?

সওদা। আপনার নাম, খাঁ করিম বক্স। (বেদরের সহি করণ) সেলাম সাহেব, খোদা আপনার দেল্ খোস্ রাখুন, আমি চল্লেম।

বেদর। সেলাম সেলাম।

[সওদাগরের প্রস্থান।

এই সওদাগর বেটা দিন কানা, বেটা ঠিক ঠাউরেছে আমি রস্তম খাঁর ছেলে করিম বক্স। যাই হোক আমি তো জুচ্চুরি করলুম। জুচ্চুরি কি! খোদা দিয়েছে; না খেতে পেয়ে মারা যাব, রাহা খরচ অভাবে এই দেশে গর্দ্দান দেব, তাও কি কখন হয়। এখান থেকে পড়বো সরে, একেবারে পাড়ি মারবো বোগদাদ সহরে, যে ক'দিন না সঙ্গী পাই, বাবার গোরে গিয়ে সেই ক'দিন রাত কাটাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উদ্যান।

(লতাকুঞ্জে নুরনীহার উপবিষ্টা।)

(গীত)

যারে জানিনা, যারে চিনিনা,
সে যে আমারে করেছে তার।
তারে স্বপনে ধীয়ে সঁপেছি হিয়ে
করেছি তারে আমার॥
না হেরে তাহারে মরি প্রাণে মরি,
কোথা পাব ভাবি কি করি কি করি,
কে আছে এমন, দেবে হৃদিধন, পরাণ কাঁদিবে কার।
যাহারে নেহারি, আপনা পাশরি ফেলিব নয়নাসার॥

কে তিনি! তাঁকে তো কখন দেখিনি, তাঁকে তো কখন চিনিনি! কেন রোজ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁকে দেখি! তিনি আমায় আদর করেন, হেসে আমার গলা ধরে কথা কন, আমি তাঁর বুকে মাথা রেখে ইহসংসার ভুলে যাই। কে তিনি!

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখি তোর মনের কথা বল।
মাথার কিরে দেখলো ফিরে করিস্‌নে আর ছল॥

কি ব্যথা চাপিস বুকে,
কেন জল দেখি চোখে,
কেন লো মলিন দেখি প্রফুল্ল কমল।
আমাদের লুকিয়ে সখি বল কিবা ফল॥

নুর। সখি সত্য বলছি, স্বপ্নের সেই মনোমোহন্ মূর্ত্তিকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি, তিনিই আমার স্বামী—নুরনীহার আর কারও হবেনা।

সখিগণ— (গীত)

ছি ছি ছি শুনে সরম পাই।
এ বিদ্‌কুটে ঢং শিখলি কোথা এ কি লো বালাই॥
স্বপনে কে এলো চোর,
মন চুরি করলে লো তোর,
সে চোরে ধর্‌বি লো তুই, এ তোর কেমন বাই।
তুই পড়লি ধরা কার ফাঁদে তার ঠিক ঠিকানা নাই॥

(সমসুদ্দিনের প্রবেশ)

সম। মাগো নুরনীহার! তোর হতভাগ্য পিতা চিরদিনের জন্য তোকে দুঃখসাগরে ভাসিয়ে দিলে, মা তোর চিরপ্রফুল্ল মুখখানি চিরদিনের তরে শুকিয়ে যাবে, তা দেখবার জন্য কি সুখে আর গৃহে থাকব! মাগো তোর অভাগা পিতাকে মার্জ্জনা করিস্, আমি জন্মের মত বিদায় হলেম।

নুর। কেন বাবা, কি হয়েছে বাবা, তুমি অমন কচ্চো কেন বাবা।

সম। কাল তোর বিবাহ। বাদশার শ্রেষ্ঠ মোশাহেব জেলাল খাঁর পুত্র কদাকার কুৎসিৎ জঘন্যস্বভাব মোরকের সঙ্গে তোর বিবাহ, বাদশার হুকুম অন্যথা হবেনা।

(সেরিণীর প্রবেশ)

সেরিণী। "গুরুর কথা না শুন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে," নিজের বুদ্ধির দোষে আপনিও মজলে, আমারেও মজালে, আর মেয়েটাকে হাতপা বেঁধে দরিয়ার মাঝখানে ডোবালে।

সম। সেরিণী ধিক্কার দাও, যা মুখে আসে বল, আমার অদৃষ্ট মন্দ সকলই সহ্য করবো।

সেরিণী। কেন, অদৃষ্টের দোষ কি? দোষ তোমার। আমার মেয়ের রূপ দেখে বাদশা পাগল, বিয়ে কর্ত্তে চাইলে, পাটরাণী করতে চাইলে, তবু তোমার পোড়া গোঁ আর ফিরল না। এখন যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ কর। এখনও আমার বুদ্ধি শোন, বাদশার কাছে কেঁদে কেটে পড়, হাতে পায়ে ধর, বাদশার দয়া হবে নুরনীহারকে সাদি করবে।

সম। না সেরিণী! আমার প্রাণ থাকতে তা কখনই হবেনা, ধর্ম্ম আমার প্রাণ, প্রাণ থাকতে আমি ধর্ম্মত্যাগ করে অধর্ম্মের আশ্রয় নেবনা। বাদশার অবিচারে নুরনীহারের সাদি হয় হোক্, খোদার কাছে আমি বিচার প্রার্থনা করবো—তিনি যদি দয়া না করেন, এ জীবন দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিব। [প্রস্থান।

সেরিণী। না, এ মিন্সে গোল্লায় গেছে; কোথায় যায় দেখি। মা নুরনীহার! তুই কিছু ভাবিসনি মা, আমি গিয়ে বাদশার পায়ে ধরবো, ও মিন্সে না যায় ওর ঝুটি ধরে নিয়ে যাব, তুই ফূর্ত্তি কর—তোর ভাবনা কি।

[প্রস্থান।

১ম সখী। তাই তো সখি! কি হবে ভাই?

নুর। কি হবে সই আমার বরাতে সুখ নাই; ভাগ্যক্রমে বাদশা বাদী হোল, তিনি কুৎসিৎ বরের হাতে আমায় অর্পণ করতে চান, মা বলেন বাদশাকে সাদি করতে, বাবার সে মতে মত নাই, কিন্তু সই আমি যে কারুকে চাইনা, যে মনোচোর স্বপ্নে আমার মন চুরি করেছে, তাকে যদি না পাই— বিষপানে এ বিষময় প্রাণ পরিত্যাগ করবো, আমি মলে সকলের জ্বালা দূর হবে।

(গীত)

সজনী লো সুখ-আশা নাই;
বিধি যার প্রতিবাদী দুঃখে সে কাঁদে সদাই।
মরণে মরম জ্বালা জুড়াইতে তাই চাই,
আকুল পরাণ পোড়া তারে কেমনে বুঝাই॥
বাঁধিতে না পারি বুক, মনে পড়ে তারি মুখ,
স্বপনে যাহারে হেরে প্রাণে কত সুখ পাই।
মরিলে যন্ত্রণা যাবে আশা বাসা হবে ছাই॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—গোরস্থান।

(সমাধির উপর বেদরউদ্দিন নিদ্রিত, শূন্য হইতে ফিরোজাপরীর অবতরণ।)

(গীত)

হরদম্ রঙ্গিলা—রঙ্গিলা—রঙ্গিলা খেল।
কেয়া মজেদার, দুনিয়া গুল্‌জার,
রংদার ঢংদার মেরি দেল্—মেরি দেল্॥
গুমৃতে মাঙ্গে ম্যায় আস্‌মানে জমিন্ মে,
কব্‌বি বুলি মিলে বুলবুল্ বুলি মে,
আপনা খেয়াল যেয়সা ওসাই চলে,
যেয়সা দরিয়াকা নীর,
যাঁহা মজেকি মেল্, যাঁহা মজেকি মেল্,
যাঁহা মজেকি মেল্।

ফিরোজা। মৈমুন, মৈমুন!

(গোরস্থান হইতে নিবিড় ধূম উত্থিত হওন ও মৈমুনের আবির্ভাব)

(গীত)

মৈমুন— হাজির বান্দা, হাজির বান্দা,
দেখলেও বিবি সাব।
ফরমাইয়ে কেয়া কাম্ করে
কেয়া চলেঙ্গে কাহা আব্॥
ফিরোজা— তেরা দিল্ দরিয়া হোগা মিয়া
শুনলে মেরা বাত—হো—হো—
শুনলে মেরা বাত।
মৈমুন— হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—
কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ
হরবড়ি ম্যায় সাথ রহে সো এহি সবব্॥

হ্যাঁগা ফিরোজা বিবি! আজ আমার উপর এতটা মেহেরবানী কেন গা? অন্যদিন ডেকে পাইনি, আজ আপনি এসে ডাকা-ডাকি! ব্যাপার কি, নসীব খুললো নাকি?

ফিরোজা। দেখ ভাই মৈমুন, আজ তোকে একটা ভারী মজার কথা বলবো।

মৈমুন। এঁ্যা সত্যি নাকি? তোর কথা শুনে আমার মন মজে গেল যে ভাই ফিরোজা! বল—বল শিগ্‌গির বল, শুনে এক ঘটী জল খাই।

ফিরোজা। সত্যি শুনে খুসী হবি।

মৈমুন। আচ্ছা চট্ করে বল বকশিস্ পাবি।

ফিরোজা। দেখ ভাই মৈমুন! মিসর দেশে আমি এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে দেখে এসেছি; কিন্তু তার দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়েছে।

মৈমুন। দেখ ভাই ফিরোজা! আমি যেখানে থাকি, সেখানে একজন পরম সুন্দর যুবককে দেখে এসেছি, তার দুঃখে আমিও বড় দুঃখিত হয়েছি।

ফিরোজা। তোর দুঃখুটা কি শুনি?

মৈমুন। তোর দুঃখুটা কি শুনি?

ফিরোজা। সেই যুবতীর আজ বিয়ে।

মৈমুন। ভালই তো তার আর দুঃখু কি!

ফিরোজা। বাদশা একটা কদাকার কুঁজোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবে।

মৈমুন। তা তোরই বা কি—আর আমারই বা কি?

ফিরোজা। না মৈমুন তা হবেনা, অমন সুন্দরী আমাদের চেয়েও সুন্দরী, একটী সুন্দর পুরুষের সঙ্গে তার বে দিতে হবে।

মৈমুন। তবে এক মজা করি আয়।

ফিরোজা। কি?

মৈমুন। এদিকে আয়। (বেদরের নিকট অগ্রসর)

ফিরোজা। কি বল না?

মৈমুন। আমর দেখবি আয়না।

ফিরোজা। (বেদরকে দেখিয়া) আহা হা, চমৎকার রূপ!

মৈমুন। কেমন মনে ধরেছে তো?

ফিরোজা। চ' একে উড়িয়ে নিয়ে যাই; এরি সঙ্গে সেই যুবতীর সাদী দিতে হবে।

মৈমুন। চ' তোর কথাই রাখি।

উভয়ে।— (গীত)

নিদ্ যাও না উঠ যব্‌তক্ চলেঙ্গে আস্‌মান মে।
না হোস রহে যাও ম্যায় লোক
যব্‌তক্ পৌঁছে মিসর মে॥

(বেদরকে লইয়া ফিরোজা ও মৈমুনের শূন্যে প্রস্থান ও মেঘ মধ্যে লুক্কায়িত হওন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

(বাদশা ও জেলালখাঁর প্রবেশ।)

বাদশা। জেলাল বিলম্ব করছ কেন? শিগ্‌গির নিয়ে এস; নুরনীহারের আজই সাদী দিতে হবে; আজই নিমকহারাম উজিরের দর্প চূর্ণ করতে হবে।

জেলাল। হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছি, হুকুম হলে এখনি নিয়ে আসি।

বাদশা। আমি যেমন বলিছি ঠিক তেমনি তো?

জেলাল। হুজুর দেখলে খুসী হবেন।

বাদশা। দেখাও দেখাও, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'র না।

জেলাল। যো হুকুম জনাব।—

[প্রস্থান।

বাদশা। নেমকহারাম! আমি তোর মেয়েকে সাদী করতে চাইলুম, সেজন্য তুই আপনাকে ভাগ্যবান মনে না করে আমার হুকুম অবহেলা করলি, আচ্ছা দেখি কেমন করে তুই তোর মর্য্যাদা রক্ষা করিস।

(মোরককে লইয়া জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। আও মেরে বাপ্! আও বাপ্ জান্!

বাদশা। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! আচ্ছা হুয়া—তোফা হুয়া! জেলাল এ খাপসুরৎ লেড়কা কোথায় পেলে?

জেলাল। জনাব! ইটী আমারই ছেলে।

বাদশা। এ্যাঁ! তোমার ছেলে? এ কথা কইতে পারে তো—না বোবা?

জেলাল। মেরে বাপ্—বাতাও তো তেরা নাম!

মোরক। মিঞা মোরক্ খাঁ।

বাদশা। বাহবা আচ্ছা বুলিদার—দুহাজার আসরফি ইনাম। বর সাজিয়ে উজিরের বাড়ী নিয়ে যাও। জল্‌দি যাও—সাদী দিয়ে আমায় খবর দিও।

[প্রস্থান।]

জেলাল। বাপ্ জান্! তেরা বহুত জোর নসিব, উজিরজাদী কো সাথ তেরা সাদী হোগা।

মোরক। হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া তোফা।

জেলাল। বাপ্ জান্। সুলতান খানুন তোমকো দো হাজার আসরফি ইনাম দিয়া।

মোরক। হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া তোফা!

জেলাল। চল মেরি বাপ্ সাদী করণেকো চল।

মোরক। হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া তোফা!

জেলাল। মেরে বাপ্—তোমকো লে যানে কো ওয়াস্তে সব নাচওয়ালী আতা হ্যায়! ফূর্ত্তি করো বাপ্ ফূর্ত্তি করো।

মোরক। হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া তোফা!

[প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বর্ণে হারে কেলে হাঁড়ী চক্ষু কোটরে।
মরিলো তাতেও নাগর চোখ ঠারে॥
নড়ে কুঁজ নাচেলো ধিন্ ধিন্,
কস বেয়ে লাল পড়ে,
ছি ছি গা করে ঘিন্ ঘিন্ (ওয়াক্ থু থু)।
তায় মূলো দাঁতের বাহার কিবা,
হাসলে পরে মাণিক ঝরে॥

[সকলে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—মিসর রাজপথ।

(নিদ্রিত বেদরউদ্দিন, ফিরোজা ও মৈমুন।)

ফিরোজা। মৈমুন! এই যুবকের ঘুম ভাঙ্গাও, তারপর যা করতে হবে শিখিয়ে দেব।

মৈমুন। (বেদরউদ্দিনের মুখে যষ্টি স্পর্শ।)

বেদর। (নিদ্রাভঙ্গ) একি এ কোথায় আমি! সে গোরস্থান কোথায় গেল! ওঃ ঠিক হয়েছে—ঘুমের ঘোরে গড়াতে গড়াতে সদর রাস্তায় এসে পড়েছি। (মৈমুনকে দেখিয়া) ও বাবা এ কেরে! এ যে একটা জিনি! এইবারেই সেরেছে—হায় হায়! এইবারেই প্রাণে মলুম।

ফিরোজা। যুবক ভয় নেই, আমি তোমার ভাল করবো বলে এই দেশে এনেছি।

বেদর। ও বাবা—এ যে দেখছি নর মাদা এক জোড়া! আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে, এই বার গলা টিপে মেরে ফেলবে। হায় হায় আমার কি হবে, বিথোরে প্রাণ যাবে! ওগো মাগো তোমার সঙ্গে আর দেখা হলো না গো।

ফিরোজা। তুমি কাঁদচ কেন? তোমার ভয় কি, আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করবো না—বরং ভাল করবো।

বেদর। দোহাই পরি বিবি! দোহাই জিনি সাহেব! আমায় প্রাণে মের না—আমার মায়ের আমি বই আর কেউ নেই, দয়া কর বিবি, আমি মাকে বলে ভাল করে মদ মাংস দিয়ে তোমাদের পূজ দেব, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর।

ফিরোজা। যুবক স্থির হও—আমার কথা শোন—ভয় ক'র না। এই দেশের উজিরজাদীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তাই আমরা বালসোরা থেকে তোমায় এই মিসরে এনেছি। এখন তুমি এক কাজ কর, এই এক তোড়া টাকা নাও, ঐ যে কতকগুলি লোক মশাল জেলে এই দিকে আসছে, ওদের সঙ্গে বিবাহ সভায় যাও। সেখানে গাহক, নাচওয়ালী প্রভৃতি সকলকে এই টাকা বকশিক

দিয়ে তাদের বশীভূত করবে, আর তুমি স্বয়ং বরের পাশে উপবেশন করবে, তারপর যা করতে হবে তোমায় শিখিয়ে দেব।

[মৈমুন ও ফিরোজার প্রস্থান।

বেদর। একি যাদু না সত্যি! আমি ঘুমিয়ে না জেগে! এরা আমায় এক তোড়া টাকা দিয়ে গেল, এতো দেখছি সত্যি সত্যি টাকা! তবে কি সত্যই আমি মিসরে এসেছি! না এ স্বপ্ন! এই যে মশাল নিয়ে লোকগুলো এসে পড়লো, এ যে বর! যাই হোক এদের সঙ্গেই যাই।

[কতকগুলি মশালধারী লোক ও বাদ্যকরগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

(বর লইয়া নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত এবং বেদরউদ্দিন কর্ত্তৃক অর্থ দান।)

(গীত)

আসমানেতে চাঁদ উঠেছে।
চাঁদের বরণ মলিন করে, উজিরজাদীর বর চলেছে॥
চাঁদেতে কলঙ্ককালি, বর ঘামলে গড়ায় কালি,
বাবরী চুলে সিঁতে কাটা,
কুঁজ দেখে ভাই মন মজেছে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কক্ষ।

(নুরনীহার।)

(গীত)

কোথা প্রাণধন কোথা সর্ব্বস্ব রতন।
স্বপনে মজালে মন কোথা পাব দরশন॥
দেখা দাও গুণমণি, দেখে মরি অভাগিনী,
আর তো সময় নাই এখনি হবে মরণ।
এখনি কৃতান্তবেশে, না জানি কে আসে পাশে,
রাখিতে সতীত্ব নাথ সলিলে হব মগন॥

(সেরিণীর প্রবেশ)

সেরিণী। ওগো মাগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো—আমার সোণার চাঁপা কেমন করে কালপেঁচাকে দেবগো—ওগো আমাদের মিনসে কেন মল না গো—সে যে সাধ করে আমার নুরনীহারকে বেগম হতে দিলে না গো—ওগো মাগো—

নুর। মা চুপ কর কেঁদনা, আমার অদৃষ্টে ছিল—হোল, তাতে বাবার দোষ কি।

সেরিণী। সেই মিনসে তো যত নষ্টের মূল, সেইতো বাদশাকে চটিয়ে এই সর্ব্বনাশ ঘটালে। ওগো মাগো—তোর কপালে এত কষ্ট ছিলগো—

(সমসুদ্দিনের প্রবেশ)

সম। সেরিণী আর কাঁদলে কি হবে, এখনকার যা কর্ত্তব্য তাই কর; তারপর তোমার আমার একই গতি। বাদশার কথার প্রতিবাদ চলে না, অর্থে, বলে, সকল বিষয়ে বাদশা আমাদের অপেক্ষা বড়, কেঁদে কি হবে এখন চুপ কর।

সেরিণী। ওগো তুমি যদি আজ কবরে যেতে গো—তাহলে তো আমার এত দুঃখ হোত না গো—আমার নুরনীহারকে কেমন করে জলে ফেলে দেবগো ——

(জনৈক গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। উজিরসাব সুলতান কি হুকুম, উজিরজাদীকো মজলিসমে জানে হোগা।

নুর। বাবা বাদশা তলব করেছেন আমায় নিয়ে চলুন। মা এস কিসের দুঃখ। যে আমার স্বামী হবে তাকেই আমি যত্ন করবো, আমি অসুখী হব না, তবে তোমার দুঃখ কি—এস।

সেরিণী। ওমা তুই যে আমার বড় আদরের নুরনীহার, তোকে কেমন করে বিদায় দিব মা!

[সমসুদ্দিন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সম। ছি ছি মান, মর্য্যাদা, ধন, সম্পদ সকলই গেল, একমাত্র আদরের কন্যা নুরনীহার তাকেও চিরজীবনের মত অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসালেম, আমার মত হতভাগ্য এ পৃথিবীতে আর কে আছে, এ অনুতাপদগ্ধ জীবন ধারণে আর ফল কি! আজ বিবাহ উৎসব, অনিচ্ছা সত্বেও সে উৎসবে আমায় যোগদান করতে

হবে! হা আল্লা, বাদশার এই পৈশাচিক অত্যাচার হতে আমায় নিষ্কৃতি দাও, দয়াময় দীনের প্রতি সদয় হও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বিবাহ-সভা।

সিংহাসনে মোরক ও অবগুণ্ঠনবতী নুরনীহার।

(বেদরকে লইয়া নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

১ম নর্ত্তকী। আসুন মিয়া সাহেব! আপনি না থাকলে কি এ মজ্‌লিস মানায়।

বেদর। বহুত আচ্ছা আমি তোমাদের উপর ভারি খুসী হয়েছি, এই নাও সব বকশিষ নাও, আজ রাত্রে দেদার আমোদ চালাও, আজ আমার দোস্তর সাদি—দোস্তকে নিয়ে প্রাণ ভরে ফূর্ত্তি কর।

মোরক। আ মোলো এ বেটা কে! এ বেটা কোথা থেকে এলো!

বেদর। দোস্ত কিছু মনে ক'র না ভাই, আজ তোমার বিবাহে আমোদ করতে এসেছি।

মোরক। তুই কে? আমি তোকে চিনিনি।

বেদর। সেকি দোস্ত আমায় চিনতে পারলে না ভাই?

মোরক। আমার মাথা খেতে এ বেটা কি করে এখানে

এল। উজিরজাদী ঘোমটা খুলে একে দেখলেই তো আমার আশায় ছাই পড়বে।

বেদর। ওগো বিবিজানেরা, আমার দোস্তকে একটু ঠাণ্ডা কর, দোস্তের মেজাজ বিগড়ে গেছে আমায় চিনতে পারছে না।

নর্ত্তকীগণ।— (গীত)

কর্পূর মরিচে ভাল মিলেছে।
নাগর তোমার রূপের ঘোরে,
উজিরজাদীর ঘুম পেয়েছে॥
ভয় কিহে তোমার রতন,
থাকবে তোমার করবে যতন,
এসেছি দেখতে মোরা, ভয় কর ভাই কেন মিছে॥

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ওগো তোমরা বর কনে নিয়ে এস, মোল্লাজী অপেক্ষা করছেন।

[দাসীর প্রস্থান।

মোরক। আঃ বাচলুম, এ শালার হাত থেকে নিস্তার পেলুম।

১ম নর্ত্তকী। (বেদরের প্রতি) মিয়া সাহেব তুমি এইখানে বস, আমরা এলুম বলে।

২য় নর্ত্তকী। মিয়া সাহেব বড় দেল্ খোস আদমি, আজ তোমায় আমরা ছাড়চিনি।

৩য় নর্ত্তকী। আজ আমরা ভোর রাত আমোদ আহ্লাদ করবো।

[মোরক ও নুরনীহারকে লইয়া নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

বেদর। এরা তো সবাই গেল সাদি দিতে, এখন আমি কি করি! ওর ভেতরে তো যেতে দেবে না, শাস্ত্রি পাহারা গর্দ্দানা দে নিকলে দেবে; যাই আস্তে আস্তে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি আর কি করবো।

(ফিরোজার প্রবেশ)

ফিরোজা। কোথায় যাও?

বেদর। এখানে থেকে আর কি করবো বল, তোমার কথায় মুটো মুটো টাকা বিলুলুম—এইবার একটা গাছতলায় গিয়ে আস্থানা নিই।

ফিরোজা। না না তুমি এই পোষাকটা গায়ে দিয়ে একেবারে উজিরজাদীর ঘরে যাও।

বেদর। ও বাবা এইবার কি গর্দ্দান থেকে কাঁচা মাথাটা নাবাতে চাও?

ফিরোজা। না না তোমার ভয় নেই।

বেদর। ভরসাই বা কি? উজিরের বাড়ীর অন্দর মহলে যেতে বলছ, কেউ টের পেলে কি রক্ষা থাকবে।

ফিরোজা। তোমায় কেউ কিছু বলবে না সটান চলে যাও, এই পোষাক নাও।

বেদর। তা যেন গেলুম, কিন্তু বাসর ঘরে সেই কুঁজ বরটা আছে, সে যে আমায় দেখলেই কুত্তর মতন খেউ খেউ করবে।

ফিরোজা। সে এতক্ষণ পগার পারে, তুমি বেপরোয়া গিয়ে

বল, উজিরজাদী আমিই তোমার বর, তুমি যাও আর দেরি ক'র না।

[প্রস্থান।

বেদর। যাই—মরেছি না মরতে আছি, যখন জিনির হাতে পড়েছি তখন তো প্রাণ গেছেই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রাঙ্গণ।

(মোরককে আকর্ষণ করিয়া মৈমুনের প্রবেশ)

মোরক। ও বাবারে গর্দ্দানটা বেঁকে গেল, ওরে বাবা ছেড়ে দে!

মৈমুন। এখান থেকে যাবি কি না বল?

মোরক। আমার সাদি হবে আমি এখান থেকে যাব কেন?

মৈমুন। তবে মর। (প্রহার)

মোরক। ওরে বাবারে—খুন করলেরে—মেরে ফেল্লেরে!

মৈমুন। ফের যদি চেঁচাবি তোর ঘাড়টা মট করে মটকে দেব।

মোরক। না না না আর চেঁচাব না আমায় ছেড়ে দাও।

মৈমুন। ছেড়ে দেব কি, আগে উজিরজাদীর সাদি হয়ে যাক তবে তোকে ছেড়ে দেব।

মোরক। আমি না গেলে কার সঙ্গে সাদি হবে?

মৈমুন। তোর যমের সঙ্গে। থাক এইখানে হাত পা বাঁধা

পড়ে থাক। যদি একটী কথা কইবি তোর গলাটা টিপে মেরে ফেলব।

মোরক। ও বাবা আমায় বেঁধনা।

মৈমুন। আমি কে তা জানিস!

মোরক। কে বাবা তুমি?

মৈমুন। আমি মৈমুন—জিনি।

মোরক। ও বাবারে!

[মোরককে বন্ধন করিয়া মৈমুনের প্রস্থান।

(বেদরউদ্দিন, নুরনীহার ও সখিগণের প্রবেশ)

নুর। প্রভু কে আপনি? কেন আপনি এ অবলার সর্ব্বনাশ করলেন? আপনি মানুষ কি দেবতা জানিনা, স্বপ্নে আপনার এই মোহন মূর্ত্তি দর্শন করে আপনার পায়ে প্রাণ সমর্পণ করেছি। এখন প্রত্যক্ষ আপনাকে দেখে আমি আনন্দ-সাগরে ভাসছি, কিন্তু এ আনন্দ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, বাদশার হুকুমে আমায় অন্যের পত্নি হতে হবে।

বেদর। (স্বগত) এ রকম নেহাত মন্দ নয় তো, ছিলুম বালসোরায় কবরে পড়ে, একেবারে রাতারাতী মিসরের উজির-জাদীর প্রাণেশ্বর।

নুর। সখী ইনিই আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব, স্বপ্নে এরি করে আমি জীবন যৌবন অর্পণ করেছি, স্বামী প্রভু তুমি যেই হও আমি তোমারই অধিনী।

(গীত)

প্রাণ ধন ঠেল না হে পায়।
অধিনী তোমারই নাথ বারেক নেহার তায়॥

জাননা কত সয়েছি, দেখনি কত কেঁদেছি,
কত আশে বুক বেঁধে বেঁচে ছিনু কব কায় !
এলে যদি কৃপা করে বাঁচাইলে অভাগীরে,
সাধি হে চরণে ধরে আর তেজনা আমায় ॥

বেদর। এখন কি করি, গোড়ে গোড় দিয়ে যাই পরে যা হয় হবে। সুন্দরী উতলা হওনা, বাদশা রহস্য করবার জন্যই এই কদাকার লোকটাকে পাঠিয়েছিলেন, আমিই তোমার যথার্থ বর, আমার সঙ্গেই তোমার সাদি হবে, প্রিয়ে প্রাণেশ্বরী ! তুমি আমার বুকের ধন বুকে এস।

(অন্যান্য সখিগণের প্রবেশ)

১ম সখী। এ্যাঁ সত্যি নাকি ? তাইতো বলি—বাদশা কি এমন নির্ব্বোধের মত কাজ করতে পারেন !

২য় সখী। সখি আমাদের যেমন সুন্দরী, বাদশা তেমনই সুন্দর পুরুষ পাঠিয়েছেন, আহা দেখে আমাদের চোখ জুড়ল।

৩য় সখী। চ' ভাই বর কনে বাসর ঘরে নিয়ে যাই।

(গীত)

সখী লো তোর মন আশা পুরিল।
সুখ সাধ মিটিল ॥
যাহার লাগিয়ে সদা হ'ত মন উচাটন,
পেলেত তাহারে সখী হোল সুখ সম্মিলন,
কথা ক'লো গলা ধরে, দেখি মোরা আঁখি ভরে,
রূপ হেরে মন ভুলিল ॥

[সকলের প্রস্থান।

(বাদশাহ ও জেলালের প্রবেশ)

বাদশা। জেলাল কেমন মজা—ঠিক হয়েছে ; যেমন বদমাস উজির, তেমনি ঠিক সাজা পেয়েছে।

জেলাল। হুজুর বেশ হয়েছে, বেয়াদবের উচিৎ শাস্তি হয়েছে।

বাদশা। এখন চল দেখা যাক্ তোমার ছেলে কেমন ফূর্ত্তিতে আছে।

জেলাল। হ্যা হুজুর চলুন দেখা যাক্, দেখে হুজুরেরও ফূর্ত্তি হবে এখন।

বাদশা। উজির এতক্ষণ মাথা খুঁড়ছে—কি বল জেলাল ?

জেলাল। তা না তো কি হুজুর, এতক্ষণ মাথা খুঁড়ে মাথাটা ফুলিয়ে ফেলেছে।

বাদশা। নুরনীহার কি করছে বল দেখি ?

জেলাল। কি আর করবে বলুন—জুলজুল করে চেয়ে আছে আর কি।

বাদশা। চল চল দেখি গিয়ে। জেলাল আজ ভারি ফূর্ত্তি হচ্ছে।

জেলাল। হুজুর আমারও আজ ভারি ফূর্ত্তি হচ্ছে।

বাদশা। এস এস—(পতিত মোরককে দেখিয়া) এখানে এটা কি পড়ে ?

জেলাল। তাইতো হুজুর কি এটা !

মোরক। দোহাই বাবা জিনি আমাকে মেরনা, আমি কিছু করবো না।

বাদশা। একি, এ কি বলে ?

মোরক। আমার কোন দোষ নাই বাবা, বাদশা আমায় সাদি করতে পাঠিয়েছিল।

জেলাল। বাপ্‌জান্ মোরক একি ?

মোরক। কেও বাবা ? আমার হাত পা বাঁধা খুলে দাও।

বাদশা। জেলাল এই না তোমার ছেলে ?

জেলাল। হা জনাব। (বন্ধন মোচন)

বাদশা। এখানে পড়ে কেন ?

মোরক। হুজুর আমায় খুন করেছে।

বাদশা। কে—কে তোমায় কি বলেছে ?

মোরক। হুজুর জিনি।

বাদশা। এঁ্যা জিনি !

জেলাল। বলিস কিরে—জিনি !

মোরক। হঁ্যা বাবা জোর করে ধরে আনলে, গুম্‌গুমিয়ে কিলিয়ে দিলে।

বাদশা। এ সব বদমাস্ উজীরের হারামজাদকী।

জেলাল। হঁ্যা হুজুর সেই বদমাসের কারসাজি।

বাদশা। আচ্ছা এস আমি এখনি তার প্রাণদণ্ড করবো, আর নুরনীহারকে তোমায় দেব।

মোরক। না জনাব আর আমার নুরনীহারে কাজ নেই, বাবা আমরা পালাই চল, এবার যদি জিনির হাতে পড়ি তাহলে আর বাঁচব না।

বাদশা। আচ্ছা জেলাল ওকে পাঠিয়ে দাও আর তুমি আমার সঙ্গে এস।

জেলাল। মেরি বাপ্ ঘর যাও বাপ্, আমি এর শোধ নিয়ে তবে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

(ফিরোজা ও মৈমুনের প্রবেশ)

মৈমুন। ফিরোজা বিবি! এইবার তো খুসী? এখন কি করতে হবে বল?

ফিরোজা। এইবার বেদরউদ্দিনকে যেথা থেকে এনেছিস সেইখানে রেখে আয় তাহলেই তোর ছুটী।

মৈমুন। বহুত আচ্ছা এখনি হুকুম তামিল করছি।

(গীত)

মৈমুন।—হুকুম তামিল করণেওয়ালা হাজির হাম।
ফিরোজা।— ঝট্ পট্ চলো মেরে দোস্ত
ফতে করো কাম॥
মৈমুন।— বহুত খুব্ বহুত খুব্ লিজিয়ে কুর্নিস
বিবি চল্‌তা ম্যায়,
ফিরোজা।— হুঁসিয়ারিসে কাম কর ভাই
গড়বড় না হো যায় দেখ গড়বড় না হো যায়,
উভয়ে।— চলো দোনো মিল্‌কে লেগা উড়ায়কে
কৈ না করে মালুম॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বাসর ঘর।

নুরনীহার নিদ্রিত।

বেদরউদ্দিনের পাগড়ী, খাতা ও টাকার তোড়া পতিত।

(সখিগণের প্রবেশ)

জুনিয়া। কিগো আজ কি তোর ঘুম ভাঙ্গবে না? স্বপ্নের নাগর তো পেয়েছিস ভাই তবে আবার ঘুম কেন।

সখিগণ।— (গীত)

তোর ভাঙ্গবে না কি ঘুমের ঘোর।
পেয়েছিস মনচোরা তোর স্বপনের নাগর॥
ওলো তোর ঘুমে পড়ুক বাজ,
হাতে পেয়ে দিসনে ছেড়ে এমন রসিকরাজ,
শেষ কালে পস্তাবি ধনী
ফস্‌কে গেলে হাতের ডোর॥

(সমসুদ্দিনের প্রবেশ)

সম। হতভাগিনী এত আনন্দ কিসের? দুর্ভাগ্য কি তোর এতই প্রিয়? তোর বাপ মা তোর দুঃখে অবিরত চোখের জলে ভাসছে, আর তুই হেসে খেলে কাল কাটাচ্ছিস। ধিক্ তোর মনোবৃত্তিকে, তোর জঘন্য নীচ প্রবৃত্তিকে ধিক্।

নুর। পিতা! ভৎর্সনা করবেন না—কন্যা অসুখী নয়।

বাদশা রহস্য করবার জন্যই সেই কুৎসিৎ কুব্জকে পাঠইয়েছিলেন। তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি, বাদশা একজন পরম সুন্দর রূপবান যুবককে আমার স্বামী করে দিয়েছেন; আমি বাদশাকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

সম। সেকি! একি সত্য?

নুর। এই দেখুন তাঁর পাগড়ী, গাত্রবস্ত্র, সমস্তই এখানে রয়েছে।

সম। কৈ দেখি! এ যে দেখছি কোন দেশের উজিরের পাগড়ী। (খাতা পাঠ করিয়া) খোদা ধন্য তুমি—প্রভু তোমার অসীম দয়া; এ যে আমার কনিষ্ঠ সহোদর নুরুদ্দানের পুত্র, জগদীশ্বর তোমার অপার মহিমা, এ হতভাগ্যের মনোবাঞ্ছা তুমিই পূর্ণ করেছ, মা বেদরউদ্দিন কোথায়? আমি তাকে একবার দেখব।

নুর। আমি ঘুম থেকে উঠে তাঁকে দেখিনি, তিনি বোধ হয় বাইরে গেছেন।

(সেরিণীর প্রবেশ)

সেরিণী। হ্যাঁ গা বলকি একি সত্যি? কৈ আমার সোণার-চাঁদ জামাই কৈ গা? কোথায় গা—বল না গা—আমি একবার দেখি।

সম। সেরিণী আজ আমার আনন্দ ধরে না, আমার কাতর প্রার্থনা গরীবপর খোদার পায়ে পৌছেচে, তিনি আমায় দয়া করেছেন।

(বাদশাহ ও জেলালের প্রবেশ)

বাদশা। উজির তোমার এত অহঙ্কার, তুমি আমার হুকুম অমান্য কর।

জেলাল। এইবার গর্দ্দানা দাও, আমার ছেলেকে মারা, জাননা।

সম। হুজুর! আপনার অসীম দয়া, আমি অতি ক্ষুদ্র তাই মহা ভয়ে ভীত হয়েছিলেম, তাই নানা সন্দেহে মন অস্থির হয়েছিল, জাঁহাপনা আপনি কৃপা করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

জেলাল। এই যে এইবার ভাল করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

বাদশা। কি উজির তুমি কি বলছ?

সম। হুজুর! যার সঙ্গে নুরনীহারের সাদী দিয়েছেন, সেই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বেদরউদ্দিনহুসেন। এই দেখুন তার পরিচয়, আর এই দেখুন যৌতুকের টাকা।

বাদশা। এ সব কি, এতো আমি কিছুই জানিনা!

জেলাল। হুজুর এ জুচ্চুরি!

বাদশা। চুপ কর জেলাল, এ যে ভারি মজা, আমার ভারি আমোদ হচ্ছে।

জেলাল। হুজুর! আমার ছেলেকে এরা জানে মেরেছে।

বাদশা। জেলাল! ও সব কথা পরে বল! এখন বল দেখি উজিরের ভাতিজা কোথা থেকে এল!

সম। হুজুর! এ বান্দার উপর আপনার বহুত মেহেরবানী। আপনার কৃপায় আমি আমার ভাইপোকে পেয়েছি, আপনার অনুগ্রহে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে।

বাদশা। বল কি উজির! আমায় যে তুমি অবাক করলে?

জেলাল। হুজুর! এ আদত বদমাস; আমার ছেলেকে খামকা খুন করেছে।

বাদশা। আহা জেলাল কেন গোল কর, কৈ উজির তোমার ভাইপোকে আমায় দেখাও আমি তাকে ইনাম দেব।

সম। জনাব! আমি তাকে এখনও পর্য্যন্ত দেখিনি, সকালে নুরনীহারও তাকে দেখেনি।

বাদশা। হাঃ হাঃ হাঃ—এ যে আরও মজা, তবে কি উপে গেল নাকি?

জেলাল। হুজুর! এ সব মিথ্যে কথা।

বাদশা। এস এস এই কথা আজ দরবারে সকলকে বলতে হবে। উজির! আমি তোমার সকল কসুর মাপ করলুম। তোমার ভাইপোকে নিয়ে আমার কাছে এস।

সম। যো হুকুম জনাব—আমি এখনি দেখছি।

[সখিগণ ও নুরনীহার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সখিগণ।— (গীত)

মধুর অধরে মধুর হাসি, হাস হাস প্রাণ সজনী।
প্রেমের ডোরে বেঁধেছ জোরে
আর কোথা যাবে গুণমণি॥
বিভোর প্রাণে হেনেছ নয়ন,
বিভোর করেছ প্রাণেশের মন,
কোথায় পালাবে এখনি আসিবে
আদরে চুমিবে বদনখানি॥

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—দামাস্কাস নগরদ্বার।

(নিদ্রিত বেদরকে লইয়া মৈমুন ও ফিরোজার প্রবেশ)

মৈমুন। ফিরোজা! কি করি ভাই? সকাল হয়ে এলো আরতো আসমানে উঠতে পারবো না। এখনি সূর্য্যের তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

ফিরোজা। তবে এইখানে রেখে দে।

মৈমুন। সেই ভাল এইখানেই থাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। ওহে! এ লোকটা বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে, এখানে পড়ে কেন?

২য় নাগ। বোধ হয় লোকটা বেয়ারাগী।

৩য় নাগ। আরে না না—দেখছ না ও একটা মাতাল, সমস্ত রাত মদ খেয়ে টো টো করে ঘূরে ঘূরে ভোর বেলা এইখানে পড়ে ঘুমিয়েছে।

বেদর। (নিদ্রাভঙ্গে) একি! কোথায় আমি! এরা কারা! উজিরজাদী কৈ! সে সুসজ্জিত গৃহই বা কোথায় গেল! একি যাদু না আমার মতি ভ্রম হয়েছে! আমি এ মাঠের মাঝখানে কি করে এলুম!

৩য় নাগ। কি হে মাতব্বর এইবার নেশা ছুটেছে তো এইবার ঘরে যাও।

বেদর। মশায় অনুগ্রহ করে বলতে পারেন আমি কোথায় এসেছি?

১ম নাগ। ওহে! এ লোকটা বলে কি?

২য় নাগ। হঁ্যা হে বাপু তুমি কোথা থেকে এসেছ বল দেখি? সহরের দেউড়ী খুললে পরে আমরা বাইরে এসে দেখি তুমি এই ঘাসের উপর পড়ে আছ।

১ম নাগ। তুমি কি রাত্রে এখানে ছিলেনা নাকি?

৩য় নাগ। আরে দুর দুর লোকটার নেশা এখনও ছোটেনি, দামাস্কাস নগরের দেউড়ীতে পড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করছে আমি কোথায় এসেছি।

বেদর। হা আল্লা একি অসম্ভব কথা! আমি বেদর-উদ্দিন হুসেন আমি দামাস্কাস নগরের দেউড়ীর ধারে পড়ে! মশায় কেন আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন? আমার বেশ মনে আছে কাল রাত্রে আমি মিসরে একটী সুসজ্জিত গৃহে শুয়েছিলেম।

সকলে। (হাস্য)।

১ম নাগ। এ লোকটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

৩য় নাগ। ওহে মুরুব্বী মুখে চোখে জল দিয়ে মদের গরমটা আগে কাটিয়ে ফেল দেখি, তাহলেই বুঝতে 'পারবে এ দামাস্কাস নগর—মিসর এখান থেকে এক মাসের পথ।

বেদর। আল্লার দিব্বি আমি সত্যি বলছি, কাল সমস্ত রাত্রি আমি মিসরে অতিবাহিত করেছি।

১ম নাগ। ওহে চল চল, ও লোকটা একেবারে উন্মাদ।

বেদর। মশায়! কালরাত্রে মিসরে আমার বিবাহ হয়েছে,

আমি আমার পত্নীর সহিত একত্রে শয়ন করেছিলেম, আজ সকালে এখানে কি করে এলেম।

২য় নাগ। বাপু তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছ আর কিছুই নয়।

বেদর। তবে আমার টাকার থলি আর পাগড়ী।

সকলে। পাগল পাগল!

(আবদুলের প্রবেশ)

আব। কি হে তোমরা এখানে এত ভিড় করেছ কেন ব্যাপার কি?

সকলে। পাগল পাগল! চল চল।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

বেদর। আমি কি সত্য সত্য পাগল হলেম নাকি!

আবদুল। কি বাপু! কি হয়েছে?

বেদর। মশায়! আমার নাম বেদরউদ্দিন হুসেন। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বালসোরায় আমার পিতার কবরের উপর নিদ্রা গেছলেম, রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি মিসরে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে আমি উজিরকন্যাকে সাদী করেছি। সমস্ত রাত্রি আমার নব-পরিণীতা স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করেছিলেম, এখন ঘুম ভেঙ্গে দেখি এই দামাস্কাস নগরের দেউড়ীর ধারে পড়ে আছি। এ রহস্য তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আবদুল। তোমার কেচ্ছা বহুত আচ্ছা বটে, কিন্তু এখন আমার কথা শোন, তুমি এ সকল কথা আর কাহারও কাছে বোলনা;

না, তুমি আপাততঃ আমার বাড়ীতে এস, আমি তোমাকে আশ্রয় দেব, আমার পুত্র কন্যা কিছুই নাই আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করবো।

বেদর। এ ভিন্ন এখন আমার আর উপায় কি? আমি আপনার কথায় সম্মত আছি।

আবতুল। তবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জিনি ও পরীগণের আবির্ভাব)

(গীত)

মজেকী খেল্ মজেকী মেল্
মজেমে মজা উড়াও।
ফূর্ত্তি হরদম্ করো মেজাজ কি খোশ
আবি ফূর্ত্তি চালাও॥
দারু পিলাও পিও যেত্তা সেকো,
রহ দোস্তিমে কভি না ছোড় একো,
আঁধার না মানে না মানে রোশনি—
খোসিমে পিয়ারা বোলাও॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—উজিরের উদ্যান।

বালকগণ।

(গীত)

(আজ) খেলব খেলা নূতন ধরণে।
যে হারবে তার চড়বো কাঁদে খেলিস্ সাব্‌ধানে॥
হাততালি দে নেচে নেচে,
সঙ্গি নেবো বেছে বেছে,
ছুটোছুটি খেলব না ভাই
এই কথাটি রাখিস মনে॥

১ম বা। দেখ্ ভাই আমরা আজিজকে নিয়ে খেলব না, সে বড়লোকের ছেলে বলে আমাদের বড় ঘৃণা করে।

২য় বা। আজ তা'র ভিরকুটি বার করবো, দেখনা তাকে কেমন জব্দ করি।

৩য় বা। আমাদের নূতন খেলা এইখানেই খেলব—কেমন ভাই?

১ম বা। কি নূতন খেলা ভাই?

২য় বা। তুই বুঝি কিছুই জানিস্‌নি, আজিজ যেমন নাক তুলে তুলে কথা কয়, ত'ার সেই অহঙ্কার ভাঙ্গবার কল—বুঝলি।

৩য় বা। আমাদের দলে যে বাপের নাম বল্‌তে পারবে,

সেই খেলবে। তাহলেই আজিজ জব্দ হবে, সে তার বাপের নাম জানেনা।

(আজিজের প্রবেশ)

(গীত।)

রাঙ্গা পাখী রাঙ্গা ঠোঁটে শিস্ দিয়ে ঐ বসলো ডালে।
আয় পাখী তুই আমার কাছে আদর করে নেব কোলে॥
ফুল ফুটেছে দেখনা কত,
তুই পাখী ঐ ফুলের মত,
মিষ্টি বুলি বলবি কত নাচবি পাখী তালে তালে॥

৩য় বা। আজিজ এস ভাই, তোমার জন্যে আমাদের খেলা বন্ধ আছে।

আজিজ। কি খেলা?

১ম বা। আজ ভাই নূতন খেলা।

আজিজ। তা বেশতো খেলনা—আমি রাজি আছি।

৩য় বা। তবে এস ভাই, সকলে সার দিয়ে দাঁড়াও, সকলে নিজের নিজের বাপের নাম বল, আমার বাপের নাম সেখ আবদুল মিঞা।

১ম বা। আমার বাপের নাম গানেম খাঁ।

২য় বা। আমার বাপের নাম নেছার মহম্মদ।

৩য় বা। আজিজ তোমার বাপের নাম বল।

আজিজ। (স্বগতঃ) আমার বাবা কে! তা'কে তো কখন দেখিনি, তা'র নামও তো কখন শুনিনি।

৩য় বা। কি ভাবছ হে, চট্ করে বলে ফেলনা।

আজিজ। (স্বগতঃ) উজির সমসুদ্দিন—তিনিই কি আমার বাবা !

৩য় বা। কি হে, মুখ দিয়ে কথা বেরয়না যে—বাপের নাম জাননা, কি রকম ছেলে তুমি, ভুঁইফোড় নাকি ?

আজিজ। কি বললি পাজি, আমার বাপের নাম সমসুদ্দিন মহম্মদ। আমার বাবা উজির তা' জানিস।

সকলে। হো—হো—হুও, বাপের নাম জানেনা হুও।

৩য় বা। ওহে কর্ত্তা ! সমসুদ্দিন তোমার বাপ নয়, তোমার মায়ের বাপ।

সকলে। হো—হো—হুও, বাপের নাম জানেনা হুও।

৩য় বা। যে বাপের নাম বলতে পারে না তা'র সঙ্গে আমরা খেলব না, চ' ভাই আমরা অন্য জায়গায় যাই।

সকলে। হো—হো—হুও, বাপের নাম জানেনা হুও।

[আজিজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আজিজ। কি এত অপমান, আমি আমার বাপের নাম জানিনা বলে ওরা আমাকে উপহাস করে গেল। আমার বাবা কে তা' যদি আমি জানতে না পারি, তাহলে আজ বাড়ীতেও যাবনা, কিছু খাবওনা, এইখানে লুকিয়ে থেকে মরে যাব।

(নুরনীহারের প্রবেশ)

নুরনীহার। কেন বাবা কাঁদচ কেন ? কে তোমায় কি বলেছে ?

আজিজ। মা আমার বাবা কে ? আমি তাকে দেখব।

নুরনীহার। (নীরবে রোদন)

(সেরিণীর প্রবেশ)

সেরিণী। ওমা একি অলক্ষণ তোরা মায়ে পোয়ে কাঁদচিস কেন গো ?

আজিজ। মা, বল মা আমার বাবা কে ? নইলে আমি জলে ডুবে মরবো।

সেরিণী। ওমা ওকি কথা বাপ ও কথা কি বলতে আছে।

আজিজ। না সেরিণী মা, আজ আমাকে ভারি অপমান করেছে, আমি বাপের নাম জানিনে বলে কেউ আমার সঙ্গে খেললে না, আমার বাবা কে না যদি বল, আমি কখনও যাবনা।

নুরনীহার। প্রাণেশ্বর ! কোথায় তুমি, তোমাকে কি কখনও দেখতে পাবনা। হায় হায় ! আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে, একদিন মাত্র স্বর্গসুখে সুখী করে, চিরদিনের মত কি তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে, প্রাণেশ্বর ! একবার দেখা দাও, আমি তোমার ছেলে তোমার কোলে দিয়ে নারী জন্ম সফল করি।

সেরিণী। হ্যা মা নুরনীহার, তুইও কচি মেয়ের মত কাঁদতে লাগলি, তবে আমি কি করি, আমিও বুক চাপড়াই, আমিও মাথা খুঁড়ি, আমিও ডাকছেড়ে চেঁচিয়ে কাঁদি। ওগো জামাই বাবা গো—তুমি একবার এসে দেখে যাও গো—তোমার ছেলে তোমায় দেখবার জন্যে কেঁদে সারা হলো গো।

(সমসুদ্দিনের প্রবেশ)

সম। একি সেরিণী তুমি কাঁদচ কেন ? কি হয়েছে মা নুরনীহার, আজিজ কি হয়েছে যাদু ?

সেরিণী। ওগো তুমি এখনি যাও বাদশার কাছে ছুটি নিয়ে এস, চল সকলে মিলে জামাইয়ের সন্ধানে যাই, আমি আজিজকে

কিছুতেই ঠাণ্ডা করতে পারছিনি, আজিজ আমার বেচে খুন হোল।

সম। সত্যই তো আমি কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, বিবাহ রাত্রে নুরনীহারের গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল, এখন আজিজ আমার দশ বৎসরের, দশ বৎসর বেদরউদ্দিন নিরুদ্দেশ, আমি তার কোন সন্ধান নিলুম না, ধিক্ আমাকে। সেরিণী তুমি বেশ বলেছ, আমি আজই বেদরের সন্ধানে যাত্রা করবো। তোমরা প্রস্তুত হও, আমি বাদশার কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

সেরিণী। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাও, আয় মা—এস দাদামণি কেঁদনা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

(গীত)

দরিয়া কো পানি লাবে গাগরি ভরি।
ঠমকি ঠমকি ধীরি আওরে নাগরী॥
তুস্‌রে না বোলি বুলি,
আপনা খেয়ালে চলি,
কইসে ইসারা না ঝুট্‌মুট্ করি।
পিয়ারা মিলে মার নয়না ঠারি॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বেদরউদ্দিনের হোটেলের সম্মুখ।

(বেদর উপস্থিত।)

বেদর। রোজ রোজ বরাবর গুণে আসছি পুর্ণ দশ বৎসর দামাস্কাস নগরে কাটিয়ে দিলেম, কোন উপায়ই করতে পারলুম না, যার আশ্রয়ে এলেম, যে আমায় আশ্রয় দিলে, সেই আবদুল মিঞা আমার আশ্রয়-দাতা পিতা ইহলোক ত্যাগ করে গেল, এখন কি করি কোথায় যাই, বালসোরায় আমার স্থান নাই, বাদশা দেখলেই আমার গর্দ্দানা নেবে, সেখানে আমার মা আছেন, এতদিন বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তারই বা ঠিক কি! মিসরেতেই বা কি করে যাই, সেখানে কে আমায় চিনবে, আমার বিবাহ সত্য কি মিথ্যা তাতেই ঘোর সন্দেহ, এখন অনুমান হচ্চে, সেটা আমার বিকৃত মস্তিষ্কের বিকৃত স্বপ্ন, আর তাই বা কেমন করে বলি, আমার জ্ঞানের তো কিছুই ব্যতীক্রম দেখিনি, এখনও আমার বেশ মনে হচ্চে উজিরজাদী নুরনীহারকে বিবাহ করেছি, একরাত্রি তার সহবাসে অতিবাহিত করেছি, পরদিন প্রত্যূষে এই সহরে এসেছি এ সব কি, এ কি যাহ তাই হবে।

(আজিজ ও গোলামের প্রবেশ)

(গীত)

নীল আকাশে একটী তারা মাণিক যেন জ্বলে।
ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপিয়ে পাতা ফুরফুরিয়ে চলে॥

অন্ধকারে ঢাকবে গা,
তাই বুঝি নেই পাখীর রা,
চিক্ চিকিয়ে ফুট্‌বে আলো
উঠ্‌লে "মামা" মেঘের কোলে ॥

বেদর। আহা সুন্দর ছেলেটী! যে রাত্রে আমার সাদি হয়েছিল, যদি সেই রাত্রেই আমার স্ত্রী গর্ভবতী হোত, তা'হলে আমার ছেলেটিও এত বড় হতো। বাবা তুমি কা'দের ছেলে? তোমার রূপ দেখে তোমার গান শুনে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি, বাবা যদি আমার এই দোকানে একবার এস, আমি তোমায় কিছু মিষ্টান্ন খাইয়ে আপনাকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।

গোলাম। এই হট্ যাও, উজির সাবকো লেড়কাকো তোম খানাদেনে মাংতা এয়সা বাৎ মৎ বোলো।

আজিজ। গোলাম চুপ্‌রও, এই হোটেলওয়ালা কোন উজিরের ছেলে নয় একথা কে বলতে পারে। দুরাবস্থায় পড়লে হয় তো আমাকেও একদিন হোটেল খুলতে হবে, মানুষকে ঘৃণা করতে নাই।

বেদর। আহা! বাবা তুমি চিরজীবি হও, এই বয়সে তুমি এমন জ্ঞানের কথা শিখেছ! খোদা তোমার ভাল করুন।

আজিজ। চল, আমি তোমার দোকানে যাব, আও গোলাম।

[সকলের দোকানে প্রবেশ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শিবির সম্মুখস্থ পথ।

দুইজন রক্ষক।

১ম রক্ষক। হ্যা দেখ হানিফ চাচা, আমার দেল্ বড় বিগড়ে গেছে বাবা। আর আমি এ মুল্লুক সে মুল্লুক ঘুরবো না, এইবার এক দিন রাতারাতি সরবো।

২য় রক্ষক। এই বেটা সর্ব্বনাশ করেছে! চুপ্, চুপ্।

১ম রক্ষক। কেন! কেন!

২য় রক্ষক। আর কেন ঘাড়ে তোর মাথাটা নড়্ নড়্ করছে।

১ম রক্ষক। কৈ রে!

২য় রক্ষক। রক্তে ঢেউ খেলে যাচ্চে।

১ম রক্ষক। দূর্ দূর্।

২য় রক্ষক। আর তোর মা "ওরে আমার কালু কোথা গেলিরে, ওরে আমার কালু কোথা গেলিরে" বলে ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

১ম রক্ষক। আ ম'ল তুই ক্ষেপলি না কি?

২য় রক্ষক। চোপ্ বেটা কন্ধকাটা হাঁদাপেটা, আমি ক্ষেপলুম।

১ম রক্ষক। তবে এমন আবোল তাবোল বক্‌ছিস্ কেন।

২য় রক্ষক। তোর কথা শুনে, যে কথাগুলি তোর মুখ দিয়ে বেরুল, ঐ গুলি যদি কেউ শোনে, তখনি খুস্ করে টিকটিকির

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। গোলাম হুঁসিয়ার, উস্কো মৎ আনে দেও।

[তাঁবুর ভিতর প্রস্থান।

(বেদরউদ্দিন ও গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। তোম্ কাঁহাকা বেকুব, দেখতা নেহি উজিরকা তাম্বু, উজির সাবকা লেড়কা উস্কা বিচমে চলা গিয়া, তোম কাহে আতা, কাঁহা যাগা ?

বেদর। সাহেব দয়া করে আমায় একটিবার ছেড়ে দাও, আমি আর একবার মাত্র দেখব, একটিবার তার মুখ চুম্বন করবো, তারপর আমি আমার ঘরে ফিরে যাব।

(আজিজ অর্দ্ধ প্রবেশিত হইয়া)

আজিজ। খবরদার গোলাম আসতে দিসনি, উজির সাহেব দেখলে রাগ করবেন। তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে—

[প্রস্থান।

বেদর। বাবা দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার একটি কথা শোন, একটিবার বেরিয়ে এস, আমি সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে তোমার গোলাম হ'য়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব।

(ভিতরে প্রবেশোদ্যোগ)

রক্ষকগণ (ধাক্কা দিয়া) আরে এই—তোম্ বাউরা হায়, ইদার মৎ আও।

বেদর। বাবারে আমি যে তোকে বড় ভালবেসেছি, তোকে না দেখলে যে বাঁচব না বাবা, বাবারে একবার আয়, আমি তোকে একবার দেখি, তারপর তুই চলে গেলে আর আমি তোকে ডাকব না।

(আজিজের অর্দ্ধ প্রবেশ)

আজিজ। মহা মুস্কিল, একে কি করে তাড়াই, উজির সাহেব দেখলে যে আমায় বকবে, কি করি।

বেদর। বাবা আয়, বাবা আমার কোলে আয়, তোরে কোলে নিয়ে আমি আমার জন্ম সার্থক করি।

রক্ষকগণ। খবরদার হট যাও।

বেদর। ওঃ বাবা রে—

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শিবির।

সমসুদ্দিন মহম্মদ।

সম। আর কোথায় তল্লাস করবো, কত গ্রাম, নগর, রাজ্য, রাজধানী অন্বেষণ করলেম, বেদরউদ্দিনের কোন সন্ধানই পেলেম না, বালসোরা রাজ্যে বেদরউদ্দিনের মাতার সাক্ষাৎ পেলাম, আমার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নি; তাকে পেয়ে আমার শোকের কিছু লাঘব হলো বটে, কিন্তু সেওতো পুত্রশোকে পাগল, আর কি করবো দেশে ফিরে যাই, আমার বোধ হয়, বেদরউদ্দিন জীবিত নাই, বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখা পেতেম।

(সেরিণীর প্রবেশ)

সেরিণী। বলি হ্যাঁগো দেথ্ দেথ্ করে বছর কেটে গেল, খালি দেশ বিদেশে ঘুরেই বেড়ালে, জামাইএর তো কিছুই সন্ধান হলোনা, আবার জ্বালার উপর বিষম জ্বালা বেদরউদ্দিনের মা,

তাকে দেখলে আমার চোখ ফেটে জল বেরোয়, কি করি বল দেখি ?

সম। আহা অভাগিনীর আর কেউ নেই, তবু যা হোক পৌত্রের মুখ দেখে কতকটা শান্ত হবে।

সেরিণী। ঐ যে মাগি, আজিজকে নিয়ে আসছে আহা মাগী আমার চেয়েও অভাগী !

(বেদরউদ্দিনের মাতা ও আজিজের প্রবেশ)

বেদর, মা। হ্যাঁ দাদামণি, হ্যাঁ ভাই আজিজ ! একথা কি সত্যি ? এদেশের বাজারের মিঠাই আমার তৈয়ারি মেঠাইএর চেয়ে ভাল ?

আজিজ। হ্যাঁ নানী, ঠিক এই রকম কিন্তু খেতে আরও ভাল। যে মেঠাইওয়লা আমাকে মেঠাই খাওয়ালে, সে আমায় কত আদর করলে, কত যত্ন করলে, বল্লে সে আমাকে বড় ভালবাসে।

বেদর, মা। মিঞা সাহেব, আজিজ কি বলে শোন, এইখানে আমার বেদর আছে, সে মিঠাইওয়লা আর কেউ না আমার বেদর ; মিঞাসাহেব আমায় নিয়ে চল, আমার বাবাকে আমি দেখব।

সম। মিঠাইওয়লা বেদর ! আশ্চয্য কথা, তুমি কি করে অনুমান কচ্ছো সেই তোমার ছেলে ?

বেদর, মা। আমি যে মিঠাই তৈয়ারি করি, আমার ছেলে বেদর ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর কেউ তা তৈয়ারি করতে জানেনা, আমার বেদরকে আমি পেয়েছি, সাহেব আমায় নিয়ে চল, আমার হারাণধন আমায় দিবে চল !

সেরিণী। ওগো বহিন ঠিক বলছে, তুমি এখনি যাও, এখনি

যাও, আর দেরি কোরনা, যাও যাও, আমার সোণার জামাইকে আদর করে নিয়ে এস।

সম। সবুর—ব্যস্ত হওনা—গোলাম—

(গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। হুজুর।

সম। আজিজ যেখানে খাবার খেয়েছে সেই মিঠাইওলাকে বেঁধে নিয়ে আয়, আর তার সমস্ত মিঠাই তুলে আন।

গোলাম। জো হুকুম।

[প্রস্থান।

সেরিণী। ওমা, ওকি কথা গো! তুমি ক্ষেপলে নাকি, জামাই আসবে পালকি চড়ে, তাকে আনতে বল্লে বেঁধে!

সম। সেরিণী চুপ কর, এর ভেতর অনেক কথা আছে—নুরনীহারকে ডাক।

সেরিণী। এই যে নুরনীহার।

(নুরনীহারের প্রবেশ)

এস মা এস, আজ আমার মার মুখে হাসি দেখে প্রাণ জুড়ুবে।

সম। সেরিণী স্থির হও সকল সময় ব্যস্ত হওয়া কাজের কথা নয়। সহিরুন বিবি অবশ্যই বেদরকে চিনবে; তাতে আর কোন ভুল নেই, কেননা, সে তার ছেলে। নুরনীহার! দশ বৎসর পূর্ব্বে কেবল এক রাত্রি মাত্র তোমার স্বামীকে তুমি দেখেছ এখন দেখলে চিনতে পারবে?

নুর। পিতা, আমার স্বামী আমার আরাধ্য দেবতা। তিনি দূরে আছেন, কোথায় আছেন জানিনা কিন্তু তাঁকে আমি দিবানিশি অন্তরে অন্তরে দেখতে পাই, আমি চিনব না—

তাঁর মূর্ত্তি আমার বুকের ভিতর আঁকা আছে, তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো যেন আমি শুনতে পাচ্ছি, পিতা তিনি কোথায়?

(গোলামের প্রবেশ।)

গোলাম। হুজুর মিঠাইওয়ালাকো পাথাড় কে লে আয়া।

বেদর, মা। ঐ যে আমার বেদর, সাহেব ঐ যে আমার বেদর।

নুর। প্রভু প্রাণেশ্বর। (পতনোদ্যোগ ও সেরিণী কর্ত্তৃক ধারণ)।

সেরিণী। ওগো দেখনা গো কি হোল! নুরনীহার—মা! মা!

সম। সেরিণী ভয় নেই, নুরনীহার! সহিরুনবিবিকে নিয়ে তুমি ভিতরে যাও।

[উজির ও গোলাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সম। গোলাম! মেঠাইওয়ালাকে নিয়ে আয়, আর একটা বড় সিন্দুক আন।

গোলাম। যো হুকুম জনাব।

[প্রস্থান।

সম। এই বেদরউদ্দিনহুসেন, এই আমার হৃদয়ের ধন নুরুদ্দিনের পুত্র, কিন্তু সহসা গ্রহণ করা হবে না, কি জানি যদি বেদরের অন্য মত হয়, যদি আমার কন্যাকে কুলটা মনে করে, যদি তার পুত্র আজিজকে আপন পুত্র স্বীকার না করে তা হলেই তো সর্ব্বনাশ! কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করতে হবে, মঙ্গলময় মঙ্গল করবেন।

(বন্ধন অবস্থায় বেদরকে লইয়া গোলামগণের প্রবেশ)

বেদর। দোহাই উজির সাহেব আমি বড় গরীব, আমার প্রাণদণ্ড করবেন না। আপনার ছেলের সুন্দর রূপ দেখে আত্মহারা

হয়েছিলেন, তাই তাকে আদর করেছি, তাই তাকে মিষ্টান্ন খেতে দিয়েছি। এই সামান্য অপরাধে আমার গর্দ্দান নেবেন না, আমায় মার্জ্জনা করুন।

সম। (গোলামের প্রতি) একে এই সিন্দুকে পুরে চাবি বন্ধ কর। (গোলামের তথা করণ)। ছাউনি তোল, এখনি প্রস্তুত হ' দেশে ফিরে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ-পথ।

(ফকির ও তাহার চেলাগণ।)

(গীত)

সকলে।—হুসিয়ারী ইস্ দুনিয়া দেখলেও দোস্ত হো।

ফকির।— মর্জ্জি হোয়তব্ মিল্ যায় খোদা,
নেহিতো হোযায় চোস্ত হো॥

সকলে।—হুসিয়ারী ইস্ দুনিয়া দেখলেও দোস্ত হো॥

ফকির।— ভুখ্ লাগা তু ঘর্ ঘর্ ঢুঁড়া,
ভিখ্ না মিলে হো যাই খাড়া,
পিনেকা পাণি না মিলে কহুঁ
না মিলে টুকরা গোস্ত হো॥

সকলে।—হুসিয়ারী ইস্ দুনিয়া দেখলেও দোস্ত হো॥

ফকির।— সব কুচ্ ফাঁকা কুচ্ না রহি,
কৈনা সম্‌ঝে বেকুব্ সব্‌হি,
আঁখ মুদ্‌কে সব্ কুচ্ ছোড়কে,
সব কই হোগা দোরস্ত হো॥

সকলে।—হুসিয়ারী ইস্ দুনিয়া দেখলেও দোস্ত হো॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—পূর্ব্ব-সজ্জিত বাসর ঘর।

(নুরনীহার ও সমসুদ্দিন মহম্মদ।)

সম। নুরনীহার শোন মা! দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহের দিন আমার বাড়ীতে যেরূপ উৎসবের আয়োজন ছিল আজও সেইরূপ আয়োজন করেছি। বেদরউদ্দিনের বেশ পরিবর্ত্তন করে তাকে বিবাহ সভায় শয়ন করিয়েছি, পথশ্রমে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন কিছুই জানতে পারেনি। এই বাসর ঘরও ঠিক পূর্ব্বমত সাজান হয়েছে, বেদরউদ্দিনের পাগড়ি টাকার থলি তার জন্মপত্রিকা যেখানে যেমন ভাবে ছিল, ঠিক সেইখানে সেইভাবে রাখা হয়েছে, এখনি তার নিদ্রাভঙ্গ হবে, সে বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে তোমার কক্ষে আসবে, কিন্তু তুমি কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে তাকে শয্যায় শয়ন করতে বলবে, আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহ ত্যাগ করে কোথায় গিয়েছিলে, সে কথা জিজ্ঞাসা করবে, পরে আমি স্বয়ং রহস্যভেদ

করবো। তুমি চিন্তিত হয়োনা, ঐ দেখ বেদর এই দিকে আসছে, আমি যাই।

[প্রস্থান।

(বেদরের প্রবেশ)

বেদর। আল্লা! আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি! এ তো সেই বিবাহ বাসর, এই তো সেই উজিরজাদী! দশ বৎসর পূর্ব্বে একরাত্রে যা দেখেছিলেম, এখনও তো ঠিক তাই দেখছি, তবে কি সে স্বপ্ন, না এ স্বপ্ন; কোনটা ঠিক!

নুর। প্রিয়তম! তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছো? এস শয়ন কর; তুমি অনেকক্ষণ উঠে কোথায় গিছলে? আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে পাশে তোমায় না দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছিলেম।

বেদর। সুন্দরি! তুমি মানবী কি পরী আমি জানিনা, কিন্তু এই সব দেখে শুনে আমিও যে বড় কম আশ্চর্য্য হয়েছি তা মনে কোর না।

নুর। কেন নাথ! তোমার কি কিছু অসুখ হয়েছে? তুমি এমন অন্যমনস্ক কেন?

বেদর। এই তো আমার পাগড়ী! এই তো সেই সওদাগরের টাকার থলি! এ সকল সত্য না ভেল্‌কি!

নুর। অমন করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? এখনও রাত্রি আছে শোওনা।

বেদর। আচ্ছা সুন্দরি! আমি সত্যই কি একটু পূর্ব্বে তোমার কাছ থেকে উঠে গিয়েছি।

নুর। প্রাণেশ্বর একটু আগে যা করেছ এত শীঘ্র তা ভোলবার কারণ কি, তোমার কি হয়েছে?

বেদর। আমি কিছুই বুঝতে পারছিনি, আমি তোমার কাছে শুয়েছিলেম তা আমার স্মরণ হয়, কিন্তু, তার পর যে আমি দশ বৎসর দামাস্কাস বাস করেছি তাতো ভুলতে পারছিনি! এই এক রাত্রের মধ্যে দশ বৎসরের স্মৃতি কোথা হতে এলো।

নুর। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছ।

বেদর। এর চেয়ে অসম্ভব কথা আর কিছুই নাই, দামাস্কাসের সকল কথাই আমার বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে পড়ছে আমি তোমার পাশে নিদ্রিত ছিলেম, জেগে দেখি এখান থেকে সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী দামাস্কাস নগরের দেউড়িতে পড়ে, লোকে আমায় পাগল মনে করতে লাগল, তার পর এক হোটেলওয়ালার পোষ্যপুত্র হলেম। দশ বৎসর পরে কে একজন কোথাকার উজির আমার দোকান লুট করে আমার প্রাণ বধের জন্য বেঁধে নিয়ে এল, এখন আবার তোমায় দেখলুম। এ সব কি! ঐ দেখ ঐ দেখ সেই উজির, এইবার আমার প্রাণ যাবে, প্রিয়ে আমায় রক্ষা কর, আমায় লুকাবার জায়গা দাও?

নুর। ভয় কি উনি আমার পিতা, উনি তোমার কোন অনিষ্ট করবেন না।

(উজিরের প্রবেশ)

সম। বৎস ভয় নাই, ভগবানের কৃপায় আজ আমরা তোমায় পেয়ে সকলেই আনন্দ-সাগরে ভাসছি, তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর নুরুদ্দিন আলির পুত্র। ঐ দেখ তোমার মা আসছেন।

(বেদরের মাতার প্রবেশ)

বেদর, মা। বাবা, বাবা, বেদর!

বেদর। মা, মা!

বেদর, মা। এতদিন কোথায় ছিলি বাবা, এমনি করে কি তোর মাকে কাঁদাতে হয়।

বেদর। মা খোদা সকল কার্য্যের নিয়ন্তা মানুষের সাধ্য কিছুই নাই।

সম। সেরিণী আজিজকে নিয়ে এস।

(সেরিণী ও আজিজের প্রবেশ)

সেরিণী। আহা আমার সোণারচাঁদ জামাইয়ের রূপে ঘর আলো হয়েছে। এই নাও বাবা তোমার আজিজ; আজিজ এই তোমার বাবা।

আজিজ। তুমি আমার বাবা! বাবা আর আমাকে ফেলে কোথাও যেওনা।

বেদর। না বাবা, তুমি আমার বুকের ধন, তোমায় ছেড়ে কি যেতে পারি।

সম। বাবা বেদর আমার বহুদিনের সাধ খোদা পূর্ণ করেছেন, আমার নুরনীহারকে নিয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

বেদর। কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বপ্ন আর কেউ কখন দেখেনি। এ আমার সুখ স্বপ্ন।

(সখিগণের প্রবেশ)

(গীত)

এ স্বপন সুখের কিনা বল তো শুনি,

ওহে ও গুণমণি।

স্বপন দেখলে কেমন,
মনের মতন রতন পেলে রতনমণি ॥
সুখে কও মনের কথা,
ভুলে যাও প্রাণের ব্যথা,
আদরে ধর ধীরে আদর মাখা বদনখানি।
এ মিলন দেখে যে জন,
ফলে তার সুখের স্বপন,
যারে চায় পায় সে তারে,
হেসে খেলে যায় যামিনী ॥

যবনিকা পতন।